স্বর্ণ সম্ভার
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 22 October, 2020 ■ আগরতলা, ২২ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ৫ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দুর্গোৎসব ঃ রাজ্যে করোনার লাগামহীন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা, শঙ্কিত স্বাস্থ্য দফতর

আগরতলা, ২১ অক্টোবর (হি.স.)।। ওনাম উৎসবে জনসমাগম কেরালায় করোনা-র লাগামহীন বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ঠিক তেমনি, ত্রিপুরায় শারদোৎসবের পর করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় একই হারে বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। শুধু তা-ই নয়, দুর্গোৎসবের পর ত্রিপুরায় করোনা-র লাগামহীন বৃদ্ধির আশঙ্কায় যথেষ্ট চিন্তিত দফতর। তাই করোনা-র প্রকোপ প্রতিহত করার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা উদ্বেগের সুরে বলেন, দুর্গোৎসবকে ঘিরে সম্প্রতি মানুষের ভিড় আগামীদিনে বড় বিপদের অশনি সংকেত দিচ্ছে। তাঁর কথায়, বাজারে অস্বাভাবিক ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাতে দুর্গোৎসবের চারটি দিন পূজা মণ্ডপে প্রচণ্ড ভিড় হবে, তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। ফলে, দুর্গোৎসবের পর ত্রিপুরার করোনা পরিস্থিতিও কেরালার মতোই হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন তিনি কেরালায় ওনাম উৎসবকে ঘিরে ১০ দিন অন্তর করোনা আক্রান্তের এক তথ্য তুলে ধরেছেন। তাতে দেখা গেছে, ওনাম উৎসব শুরু হওয়ার পূর্বে ২ আগস্ট কেরালায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৫,৯১২ জন। ওনাম উৎসব শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। তথ্য অনুসারে কেরালায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১২ আগস্ট ৩৮,১৪৫ জন, ২২ আগস্ট ৫৬,৩৫৫ জন, ২ সেপ্টেম্বর ৭৮,০৭৩ জন, ১২ সেপ্টেম্বর ১,০৫,১৪০ জন, ২২ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দিল্লিতে জে পি নাড্ডার সাথে বৈঠক আইপিএফটির প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। শাসক জোট আইপিএফটি-র ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল আগামীকাল আসন্ন এডিসি নির্বাচন নিয়ে আলোচনার জন্য বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাত করতে দিল্লিতে গিয়েছেন।

আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জামাতিয়া, বিধায়ক বীরেন্দ্র দেববর্মা, সহ সাধারণ সম্পাদক জীতেন দেববর্মা, প্রকাশ দেববর্মা, মিন্টু দেববর্মা, মঙ্গল দেববর্মার এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন।

সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে আইপিএফটি-এর সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জামাতিয়া বলেছেন যে নাড্ডার সাথে বৈঠকের জন্য তার সরকারি বাসভবনে আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় সময় পেয়েছেন। মেবার কুমার জমাতিয়া জানান, আমরা নাড্ডার সাথে দেখা করে দাবী সম্পর্কে অবহিত করব এবং এডিসি নির্বাচনে আসন সমঝোতার বিষয়গুলি নির্ধারণের জন্য আলোচনা করব। আমরা জনতাতি ভিত্তিক দল বলে সর্বাধিক সংখ্যক আসন দাবি করব। আইপিপেটি নেতারাও তাদের পৃথক রাজ্য তিপ্রাল্যান্ডের দাবী, ১২৫ তম সংশোধনী পাস, ককবরকের রোমান স্ক্রিপ্টসহ অন্যদের দাবী জানানো হবে নাড্ডার কাছে।

উদয়পুরে নিহত রাকেশ শর্মার বাড়িতে গেলেন সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ অক্টোবর।। পুজোর প্রাকলগ্নে রবিবার রাতে উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি ইন্দিরা নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মকর্তা রাকেশ শর্মাকে খুন করা ও রাকেশের বাবা, কাকা, ছোট ভাই সহ পরিবারের ৩ জনকে আহত করার ঘটনার খবর নিতে এবং নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ও সমবেদনা জানাবার জন্য গেলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তাছাড়া গেলেন মাতাবাড়ি এলাকার বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

শ্রীমতি ভৌমিক নিহত রাকেশ শর্মার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেছেন পুলিশ নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করবে। তিনি বলেন নিহত পরিবারের পাশে বিজেপি দল আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। নিহতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ ত্রিপুরার মেয়ে শতাব্দী

আগরতলা, ২১ অক্টোবর (হি.স.)।। সমস্ত প্রতিকূলতাকে হারিয়ে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ ত্রিপুরার মেয়ে শতাব্দী মজুমদার। তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রশিক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। চালু করা হয়েছিল ''লক্ষ্য'' প্রকল্প। এই প্রকল্পে সরকারের তরফে এক লক্ষ টাকা করে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

খোয়াই জেলা সদরের বাসিন্দা শতাব্দী মজুমদার সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি ৮০তম স্থান অধিকার করেছেন। তাছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরার আরও দুই যুবক ইউপিএসসি-র মেনস স্তর পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পৌঁছেছেন।

শতাব্দীকে এই সাফল্যে পৌঁছতে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে। এই গোটা প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরা সরকার এবং প্রশাসন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন শতাব্দী। অনেক প্রতিকূলতা জয় করেই তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছতে হয়েছে। সেখান থেকে এই সাফল্য ত্রিপুরার গর্ব। তাঁর এই হার না মানা লড়াকু মনভাবকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাপ্তাহিক করোনা আক্রান্তের হার কমেছে ত্রিপুরায়, মৃতের সংখ্যাও হ্রাস পেল অক্টোবরে

আগরতলা, ২১ অক্টোবর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় সাপ্তাহিক করোনা আক্রান্তের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যেখানে আক্রান্তের হার ছিল ১৩.০৯ শতাংশ, তা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ৫.৮০ শতাংশে। ত্রিপুরা সরকার এই সাফল্য সত্ত্বেও জনসাধারণকে অতি উৎসাহী না হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুভাশিস দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরায় ক্রমশ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমছে। সাপ্তাহিক করোনা আক্রান্তে নিম্নগামী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, ১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর করোনা আক্রান্তের হার ছিল ১৩.০৯ শতাংশ। তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু হয়েছে। সে মোতাবেক করোনা আক্রান্তের হার ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ১১.৫১ শতাংশ, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ১১.৬৩ শতাংশ, ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ১০.৮৫ শতাংশ, ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ১১.৭৭ শতাংশ, ৬ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর ৮.২১ শতাংশ এবং ১৩ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর ৫.৮০ শতাংশ।

এদিকে, করোনাক্রান্তে ত্রিপুরায় মৃতের সংখ্যাও গত মাসের তুলনায় কমেছে। সেপ্টেম্বরে ত্রিপুরায় ১৬৮ জনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঁশের কোড়ল সংগ্রহ করতে গিয়ে ভাল্লুকের আক্রমণে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানা এলাকার সাম্প্রদায়িক পাড়ায় বাঁশের কোড়ল সংগ্রহ করতে গিয়ে ভাল্লুকের আক্রমণে আহত হয়েছে এক ব্যক্তি। আহতের নাম চাম্পারায় রিয়াং। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সাম্প্রদায়িক পাড়ার চাম্পারায় ন চাম্পারাই রিয়াং নামে ওই ব্যক্তি পার্শবর্তী এলাকায় জঙ্গলের বাঁশের কোড়ল সংগ্রহ করতে গিয়েছিল।

বাঁশের কোড়ল সংগ্রহ করতে গেলে ভাল্লুক তার ওপর হামলে পড়ে।বেশ কিছুক্ষন ধস্তা-ধস্তি করে কোনক্রমে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির পাশে পাশে চাম্পারায় রিয়াং নামের ওই ব্যক্তি।স্থানীয় লোকজন রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সালেমা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে তার অবস্থা সঙ্কটজনক।ভাল্লুকের আক্রমণে এক ব্যক্তি আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঙ্গানগর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দুর্গোৎসবে আগরতলায় নিয়োজিত অতিরিক্ত ৩০০০ পুলিশ কর্মী

আগরতলা, ২১ অক্টোবর (হি.স.)।। দুর্গোৎসবকে ঘিরে সারা ত্রিপুরায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে রাজধানী আগরতলাকে নিরাপত্তার চাদরে মোড়ে দিতে অতিরিক্ত ৩০০০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। তারা আগরতলায় নিরাপদে দুর্গোৎসব পালনে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা রক্ষা করবেন।

এ-বিষয়ে বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার মানিক দাস বলেন, দুর্গোৎসবে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আজ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, পুলিশের বিভিন্ন পদাধিকারী সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁদের। আজ তিনি জানান, পুলিশ-টিএসআর ছাড়াও সিআরপিএফ জওয়ানরা আগরতলায় আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের বক্তব্য, সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নে বিএসএফ-কে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে, দুর্গোৎসবে সীমান্তে আরও কঠোর নজরদারি চালানো হবে। তিনি বলেন, দুর্গোৎসব শান্তিতে পালনে পুলিশের তরফে সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে।

সোনামুড়ায় জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। সোনামুড়ার মিরপুর এলাকায় জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম বিজয় রায়। বাবার নাম স্বপন রায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র বিজয় রায় পার্শবর্তী একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। পুকুরটি বেশ গভীর।

স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে যায় বিজয় ।বেশ কিছুক্ষণ পর বাড়ীতে ফিরে না যাওয়ায় পরিবারের লোকজনদের মনে সন্দেহ হয়। পুকুরে খোঁজাখুঁজি করে তার দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।জলে ডুবে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শারদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গোৎসবে নৈশকালীন কার্ফিউ জারি হবে না

আগরতলা, ২১ অক্টোবর (হি.স.)।। সমস্ত জল্পনার অবসান হয়েছে। দুর্গোৎসবে ত্রিপুরায় জারি হবে না নৈশকালীন কার্ফিউ। ইতিপূর্বে নৈশকালীন কার্ফিউ জারির সিদ্ধান্ত হলেও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে না ত্রিপুরা সরকার। তবে অন্যান্য বছরের মতোই সন্ধ্যার পর আগরতলার রাস্তায় যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করবে ট্রাফিক দফতর। বুধবার এ-বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার।

তবে, স্থানীয় পরিস্থিতির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক কার্ফিউ জারি করতে পারবেন। এ-ক্ষেত্রে সমস্ত সিদ্ধান্ত জেলাশাসকের উপর নির্ভর করবে। মুখ্যসচিবের নির্দেশ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জেলাশাসক পুলিশের সাথে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখবেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় দুর্গোৎসবে করোনা-প্রকোপের বিষয়টি ভাবনায় রেখে কার্ফিউ জারির দাবি উঠেছিল। বিভিন্ন মহল, বিশেষ করে চিকিৎসককুল চাইছেন ত্রিপুরায় দুর্গোৎসবে কারফিউ জারি করুক রাজ্য সরকার। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের যুক্তি, নৈশকালীন কার্ফিউ জারি করা হলে দিনের অন্য সময় প্রচণ্ড ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাতে পরিস্থিতি বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা করছে রাজ্য সরকার। তাই রাজ্যব্যাপী কার্ফিউ জারি করা হবে না বলে আজ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন মুখ্যসচিব।

চালকের এটিএম চুরি করে টাকা তুলে নিল খালাসি ব্যাপক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ অক্টোবর।। গাড়ি চালকের এটিএম চুরি করে নিয়ে সহ চালক টাকা তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া। অভিযুক্ত গাড়ির চালক জুটন দেবনাথ কে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছেন এলাকাবাসী।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গাড়িচালক নিজে এটিএম থেকে টাকা তুলতে পারেন না। সে কারণেই সহ চালককে এটিএম কার্ড দিয়ে দেন এবং পাসওয়ার্ড বলে দেন। সে অনুযায়ী এটিএম থেকে ৫০০ টাকা তুলে চালকের হাতে তুলে দেয় সহ চালক। রাতে গাড়ি থামিয়ে চালক গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লে সহ চালক তার পকেট থেকে এটিএম কার্ড টি চুরি করে নিয়ে গিয়ে ৪০০০ টাকা এটিএম দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় তিন শতাধিক চিকিৎসক নার্স নিয়োগের দাবী জানাল ডক্টর্স এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। রাজ্যে শুরু হয়েছে পুজার মরশুম। করোনা ৩২৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। দুই শতাধিক চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসক মহল চিন্তিত। তাই অবিলম্বে করোনা মোকাবেলয়া টিপিএসসির মাধ্যমে ৩০০ জন চিকিৎসক এবং নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করার দাবী জানিয়েছে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশন। সেই সাথে সংগঠন উদ্বেগের সঙ্গে জানিয়েছেন, সরকার কয়েকজন চিকিৎসক নিয়োগ করেছিলেন চুক্তির ভিত্তিতে। তারা চলে

গিয়েছেন। শারদোৎসবের পর করোনার প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করবে বলে সংগঠন আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে।

সংগঠনের তরফ থেকে বলা হয়েছে, রাজ্যে শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে অসাবধানতা বেড়ে চলেছে। লকডাউন শিথিল হওয়া মানে এটা নয় করোনা মুক্ত হয়ে গেছে রাজ্য। পুজার বাজারে এবং সপিং মলে ভিড় বাড়ছে। এতে সংক্রমন ভয়াবহ হওয়ার সম্ভবনা প্রবল।

কারণ বিশ্বকর্মা পুজার পর রাজ্যে করোনা গ্রাফ বেড়েছিল। বর্তমানে অনেকটা নিয়ন্ত্রনে আছে। দুর্গাপুজাতে যদি জনগণ করোনা নিয়ে গাফিলতি হয়ে ফাস্ট ফুড, রেস্টুরেন্ট এবং রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাহলে সংক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। কারন রাজ্যে চিকিৎসক ও স্বাস্য কর্মীর সংখ্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ভাগ্নিকে নিয়ে পালিয়ে গেল মামা, থানায় মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। সোনামুড়া মহাকুমার কলম চওড়া থানা এলাকার আশাবারি এলাকাতে ১৪ বছরের নাবালিকা ভাগ্নিকে নিয়ে পালিয়ে গেল মামা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে নাবালিকাটি তার মামার বাড়িতে থাকতো। তার বাড়ি বাংলাদেশ।

নাবালিকা মেয়েটির সম্পর্কে মামা এক ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে তোলে। এমনকি ঘরে স্ত্রী সন্তান রেখে ওই লম্পট ভাগ্নিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কলম চওড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়া দুজনকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। নাবালিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অভিযুক্ত সিরাজ মিয়াকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন। এই ন্যক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত গ্রামে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ধরনের ঘটনাকে সামাজিক অবক্ষয় বলেও আখ্যায়িত করেছেন বিভিন্ন মহল।

বাইপাসে মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য হোটেল ব্যবসায়ীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। শ্রীনগর থানা এলাকার বাইপাস রোড এলাকায় মাফিয়াদের তাণ্ডবে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম কালিপদ সাহা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে এলাকায় তাদের একটি হোটেল রয়েছে। হোটেলে গিয়ে এই মাফিয়ারা হোটেলের মালিক কালিপদর সাহাকে বেধড়ক মারধর করে।

এ ব্যাপারে শ্রীনগর থানায় কালিপদর এবং তার পরিবারের লোকজন রা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনা যোগেন্দ্র নগর এর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব সংলগ্ন মালাকার পাড়ায় ।অভিযুক্তরা হল রাজেশ সাহা ,আকাশ রায় ও সুশান্ত চক্রবর্তী। শ্রীনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ ।অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন। জানা গেছে নব্য মাফিয়ারা এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই তানব শুরু করেছে।

এ ধরনের তাণ্ডবের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় বীর জওয়ানদের আত্মবলিদান কখনও ব্যর্থ হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পুলিশ মরণ দিবস উদযাপিত হয়েছে। অরুন্ধতীনগরস্থিত পুলিশ লাইনে আরক্ষা দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, আরক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু, পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ এই মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ পুলিশ ম'তি মারকে পুপস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহীদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা

বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশব্যাপী ২১ অক্টোবর দিনটিকে পুলিশ মরণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। দেশের বীর জওয়ান যারা দেশের সেবা করতে গিয়ে নিজেদের আত্মবলিদান দিয়েছেন আজেকের দিনটিতে আমরা সেইসব বীর শহীদদের মরণ করে শ্রদ্ধা জানাই এবং তাদের পরিবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় আহত দুই জওয়ানসহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ২১ অক্টোবর।। বিশালগড় এর সৎ সঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় দুটি বাইকের সংঘর্ষে এক টিএসআর জওয়ান গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত টিএসআর জোয়ানের নাম সত্যেন্দ্র জমাতিয়া। সে পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানের কর্মরত ।বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় সত্যেন্দ্র জমাতিয়ার বাইকটি। বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে টিএসআর জওয়ান সত্যেন্দ্র জমাতিয়া গুরুতরভাবে আহত হয়। এদিকে, উদয়পুর রমেশ চৌমূহনী এলাকার একটি লড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে রাজারবাগ এলাকার সুমন দাস দুর্ঘটনায় আহত হন ।উদয়পুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। আহত টিএসআর জনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় হাসপাতালে। বর্তমানে ওই জওয়ান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি মামলা হয়েছে। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বা দুটি আটক করেছে। চালকদের অসাবধানতা এবং দ্রুতগামী তার কারণ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য আগরতলা বিশালগড় রোডে প্রায় সময়ই দ্রুতবেগে যানবাহন এবং বায়ু চলাচলের ফলে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে ।যানবাহন এবং বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর কোনো ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২১ ▫ ২২ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ৫ কার্ত্তিক ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মুখোশ খসিয়া পড়িতেছে

মাতৃভাষা প্রতিটি রাজ্যের মানুষের পরিচয়। প্রত্যেক শিশু প্রথমে কথা বলতে শিখে মাতৃভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষার বিকল্প আর কিছুই হইতে পারে না।যে মাতৃভাষাকে সম্মান জানাই দিতে জানে না সে মাকেও ভালোবাসে না। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেই মায়ের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা সম্ভব। একটু একটু করিয়া মুখোশ খসিয়া পড়িতেছে? নূতন জাতীয় শিক্ষানীতিতে সংবিধান-স্বীকৃত বাইশটি ভাষার সমগুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক বলিলেন, বিশ্বে ভারতের পরিচিতি কিন্তু হিন্দিতেই। ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দিকে জাতীয় ভাষা করিয়া তুলিবার ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে ঘুরপথে হিন্দি চাপাইয়া দিবার অভিযোগ বারংবার বিরোধীরা তুলিয়াছেন, বারংবার সরকার তাহা নস্যাৎ করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের পর বিরোধী অভিযোগের সারবত্তা আর অস্বীকার করা যায় না। সাম্প্রতিক শিক্ষানীতিতে ত্রি-ভাষা নীতির প্রয়োগ দেখিয়া অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই পথে দেশ জুড়িয়া হিন্দির প্রচার ও প্রসার আসন্ন। সরকারি নীতিতে প্রাথমিক স্তর হইতে যে কোনও তিনটি ভাষা শিখিবার কথা বলা হইলেও কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলে আঞ্চলিক ভাষা ব্যতীত ইংরাজি ও হিন্দি না শিখাইয়া উপায় নাই। তাহার পশ্চাতে একাধিক প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কারণ বিদ্যমান। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের সুর গত বৎসরের হিন্দি দিবসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রদত্ত বক্তৃতার সারকথার সহিত মিলিয়া গেল। তবে কি ধরিয়া লওয়া যায়, অতঃপর হিন্দির ছত্রচ্ছায়ায় লালিত হওয়াই ভারতের বহুভাষার ভবিতব্য?

প্রণিধানযোগ্য, কেবল সামগ্রিক অর্থে 'হিন্দু ভারত' নহে, উত্তর-মধ্য ভারতের হিন্দু 'হিন্দি বলয়'টিতেই ফুলে-ফলে পল্লবিত এই ভাষা-রাজনীতি। অর্থাৎ আঞ্চলিক আগ্রহকেই তাহা সমগ্র ভারতবাসীর ইচ্ছা বলিয়া দেখাইতে তৎপর। নূতন ঘটনা নহে, ইহা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ঐতিহ্যগত চরিত্র। 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' নামক জনপ্রিয় স্লোগানটি স্মরণ করিলেই দুইয়ের ভিতর যোগসূত্র স্পষ্ট হয়। এই সূত্রকে মান্যতা দিবার কূট-উদ্দেশ্যেই এই অঞ্চল 'হার্টল্যান্ড' বা হৃদয়স্থল বলিয়া চিহ্নিত হয়। অপর ভাষাভাষী ভারতীয়েরা দেশের হৃদয়ে ঠাঁই পাইবার যোগ্য বিবেচিত হন না।

বাস্তবিক ওই হৃদয়-ধারণাটির মধ্যেই সঙ্কট লুকাইয়া। কোনও এক প্রাচীন আর্যাবর্তের উত্তরাধিকারের গর্ব হইতে ধারণাটির উৎপত্তি, এবং প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বহুলাংশই যে হেতু এই ধারণার ছত্রচ্ছায়ায় উৎসারিত, তাহাতেও এই ভৌগোলিক মহিমার বিস্তার। অথচ ইতিহাস বলে, ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চল হইতে ক্ষমতাকেন্দ্র বেদ-উত্তর যুগে পূর্বাভিমুখে বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং দক্ষিণাংশে প্রসারিত হইয়াছিল ভিন্ন ক্ষমতার দাপট। দ্রাবিড়ভূমির সহিত এই আর্যাবর্তের সম্পর্ক এক বিরাট সময়কাল ধরিয়া যথেষ্ট ক্ষীণ ছিল, ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও ছিল বিস্তর দূরত্ব। প্রাকআধুনিক যুগে তাহা কোনও সমস্যা তৈরি করে নাই, কেননা রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক একত্বের চাপ সেখানে ছিল না। বহুত্ব ছিল স্বাভাবিক বাস্তব, 'বহুত্ববাদ' বলিয়া কোনও তত্ত্ব বা তর্কের প্রয়োজন ছাড়াই। পরবর্তী কালে জাতিরাষ্ট্রের ধারণাটির সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছে এই এক-বাদ, এবং কিছু কিছু রাজনীতির পরিসরে সেই অ-ভারতীয়সুলভ সাংস্কৃতিক একমাত্রিকতা বিশেষ আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান শাসক রাজনীতি সেই সাংস্কৃতিক আক্রমণে বিশ্বাসী। ইহা প্রবল দুর্ভাগ্যের দ্যোতক কেননা, ভাষা যে মানুষের অন্তরের ধন, সেই আবেগকে এই একবাদী রাজনীতি আমল দিতেই প্রস্তুত নহে। আজ তাই কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের একটি অনুষ্ঠানে সচিব জানাইয়াছেন, হিন্দি ভাষা লইয়া কাহারও সমস্যা থাকিলে তিনি নির্দ্বিধায় অনুষ্ঠান ত্যাগ করিতে পারেন। ভারতীয়ত্ব প্রমাণে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝিকে হিন্দিতে কথা বলিবার নির্দেশ দিয়াছেন এক সরকারি আধিকারিক। দেশের নানা প্রান্তে লাঞ্ছিত হইতেছেন অহিন্দিভাষীরা। দেশের 'কিছু' মানুষের আকাঙ্ক্ষার চাপে আজ 'বহু' মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন। প্রত্যেক রাজ্যের বা অঞ্চলের স্থানীয় ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া অবশ্যই জরুরি কর্তব্য। অন্যতায় স্থানীয় ভাষাগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে। বিষয়টি মাথায় রাখি আই কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

হাইকোর্টের রায় কতটা কার্যকরী হবে প্রশ্ন তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : পুজো নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায় কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সোমবারের রায়কে বহাল রেখেই আংশিক রায় পরিবর্তন করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আর এর পরেই এই রায় কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধীর বাবু। অন্যদিকে এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। হাইকোর্টের রায়ের কার্যকরী হওয়ার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাও করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলেন, 'হাইকোর্টের রায় রাজ্যে কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পুলিশ প্রশাসন হাইকোর্টের রায় কার্যকর করতে কতটা উদ্যেগী হবেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে'। এরপরেই রাজ্য সরকারের অনুদান নিয়েও সরব হন তিনি। বলেন, 'চিকিৎসার খরচ চালাতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। বেড, চিকিৎসার অভাবে মানুষ মরছে। মহামারীর সময়ে যে টাকা সাধারণ মানুষের কাজে লাগানো যেত সেই টাকা ভোট পুজোয় খরচ করলেন'।

শেষে আদালতের রায়কে স্বাগত জানান তিনি। তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকার নিজেই স্বীকার করেছে যে করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে হাইকোর্টের কাছে বিকল্প কোনও পথ খোলা ছিল না। উৎসবের আনন্দে ঘাটতি হলেও জীবন সবার আগে। এটা মনে রাখতে হবে'।

প্রসঙ্গত, এদিন পূর্ববর্তী অর্থাৎ সোমবারের রায়ে আংশিক পরিবর্তন করে আদালত জানায়, বড়পুজোয় মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশের জন্য পুজো কমিটির সদস্য ও ঢাকি-সহ ৬০ জনের নামের তালিকা বানানো যাবে। তবে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৪৫ জন থাকতে পারবেন মণ্ডপের ভিতরে। ছোটপুজোর মণ্ডপে ৩০ জনের তালিকা তৈরি করা যাবে। তবে এক সঙ্গে সর্বোচ্চ থাকতে পারবেন ১৫ জন। প্রতিদিন সকাল আটটার মধ্যেই মণ্ডপের সামনে টাঙাতে হবে এই তালিকা। প্রতিদিন তা আপডেটও করতে হবে। বুধবার কিছুটা ছাড় দিয়ে, কার্যত আগের রায়ই বহাল রেখেছেন দুই বিচারপতি। অর্থাৎ, এ বছর দর্শকশূন্যই থাকবে দুর্গাপুজো মণ্ডপ। অনুমতি নয় সিঁদুর খেলাতেও। তবে দর্শকরা না-ঢুকতে পারলেও নো এন্টি জোনে থাকতে পারবেন ঢাকিরা। তবে তাঁরা মণ্ডপের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। মাস্ক পরার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্বের নিয়মবিধি মেনে চলতে হবে তাঁদের।

করোনা সংক্রান্ত যেকোনও সমস্যার সমাধানে ফোন করার জন্য নম্বর প্রকাশ স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি স): পুজোর আনন্দে মেতেছে শহরবাসী। কিন্তু এখনও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। যত দিন বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। আর তাই শহরবাসীর সেবায় রত স্বাস্থ্য দফতর। পঞ্চমীর দিন টুইট করে করোনা সংক্রান্ত যেকোন সমস্যার সমাধানে ফোন করার জন্য নম্বর প্রকাশ স্বাস্থ্য দফতরের।

স্বাস্থ্য দফতরের তরফে টুইট করে লেখা হয়েছে, " কোভিড সংক্রান্ত তথ্য, টেলিমেডিসিন, সেফ হোম ও কোভিড হাসপাতালে ভর্তির জন্য ও টেলি সাইকোলজিকাল কাউন্সেলিং পরিষেবার সুযোগ নিতে ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২ নম্বরে ফোন করুন। তাছাড়াও কোভিড রোগীদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সুবিধা পেতে ০৩৩-৪০৯০২৯২৯ - এ ফোন করুন"।

কাশ্মীরের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা সমঝে না চললে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

জম্মু ও কাশ্মীরের আটক নেতারা আবার মুক্তি পেয়ে নিজেদের পুরনো অভ্যাসে ফিরে গিয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, মেহবুবা মুফতী, ওমর আবদুল্লাহ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস কনফারেন্স, সিপিআইএম এবং জম্মু ও কাশ্মীর আওয়ামী ন্যাশনাল কনফারেন্স এর নেতারা সম্প্রতি ভারত সরকারকে এই রাজ্যের জনগণের সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেছেন। তারা ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের আগের পরিস্থিতি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। তারা চাইছে জম্মু-কাশ্মীরে পুনরায় ৩৭০ ধারা কার্যকর করা হোক। নিজেদের স্বার্থে এই সকল নেতারা এমনটা চাইছে। এরা ভারতের চিরশত্রু চিন এবং পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে। এই উভয় দেশই চায় ভারত জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ফিরিয়ে আনুক। এই নেতাদের বৈঠকে একটি প্রস্তাবও পাশ হয় যা গুপাকর ঘোষণাপত্র নামে পরিচিত। যদিও এই সকল নেতাদের স্বপ্ন কোনওদিন পূরণ হবে না। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অপসারণের পক্ষে পুরও দেশ সংসদ ও সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ৩৭০ ধারায় কি রয়েছে যার জন্য কাশ্মীরি নেতারা ক্রমাগত দাবি জানিয়ে আসছে? ৩৭০ ধারা থাকার কারণে কাশ্মীর পুরোপুরি ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল না? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যথাযথভাবে বলেছিলেন যে ৩৭০ ধারা থাকার কারণে কাশ্মীর ও ভারত নিয়ে বিশ্ববাসীর মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। অনেকে মনে করেছিল যে ভারতের অভিন্ন অঙ্গ নয় কাশ্মীর। এখন গোটা দেশ জানিয়েছে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই রেডিওর এক অনুষ্ঠানে কাশ্মীর প্রসঙ্গকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়ে যাওয়ার আহ্বান করেছিলেন।

কোথায় গেল হুরিয়াত কনফারেন্সের নেতারা

পাকিস্তান থেকে চাঁদা তোলা লোকেরা দাবি করছে কাশ্মীরে পুরনো পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা হোক। এখন কোথায় গেল হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতারা? তারা তো দিনরাত পাকিস্তানের গুনগান করে চলত। গোটা দেশ জেনে গিয়েছে যে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা থাকার জন্যই সন্ত্রাসবাদ এত বেড়ে গিয়েছিল। আব্দুল্লা এবং মেহেবুবা মুফতি কখনও রাজ্যের সংখ্যালঘুদের পক্ষে কোনও কথা বলেননি।

হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং শিখরা কি সেখানে বাস করেন না? ৩৭০ ধারা থাকার কারণে চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার হচ্ছিল সংখ্যালঘুরা। ১৯৮৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ বিনা বিচারে প্রাণ হারিয়েছে। বর্তমানে ওখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তাই পুরোনো নিয়মে ফিরে যাওয়ার কোনও যুক্তি নেই। কাশ্মীরের নেতারা এবং তাদের হয়ে চোখের জল ফেলা হিতৈষীরা ৩৭০ ধারা কি কল্যাণ করেছে তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না? নিঃসন্দেহে ৩৭০ ধারা উন্নয়ন বিরোধী, মহিলা এবং গরিব বিরোধী। এই ধারার ফলে সন্ত্রাসবাদ বেড়ে গিয়েছিল এবং হাতেগোনা কয়েকটি পরিবার দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ফায়দা তুলে যাচ্ছিল। বর্তমানে এসবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই ফায়দা তোলার সুযোগ হারিয়ে বর্তমানে নেতারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

৩৭০ ধারা আইন থাকার কারণে রাজ্যে বাল্যবিবাহ বিরোধী আইন জারি করা যায়নি? কাশ্মীরি নেতারা কি আবার এটি চান? এই ধারা থাকার কারণে কাশ্মীরের সংখ্যালঘুদের জন্য কমিশন গঠন করা যায়নি। সেখানে হিন্দু, জৈন, শিখ এবং বৌদ্ধ সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করে চলেছে। দেশের সংসদ সকল দেশবাসীকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছে। ৩৭০ ধারা থাকার কারণে কাশ্মীরের শিশুরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। এমনকি তথ্য জানার অধিকার আইনও কার্যকর করা যায়নি। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে ৩৭০ ধারা থাকার কারণে কাশ্মীরে বৈষম্য, অন্যায়, অত্যাচার এবং জনসমক্ষে দুর্নীতি বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর এগুলোই কোনওটাই আর নেই।

শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে

এইসকল কাশ্মীর নেতাদের বৈঠকে কোন কংগ্রেস প্রতিনিধি ছিল না। তবে কি কংগ্রেসও বুঝতে পেরেছে ৩৭০ ধারাকে সমর্থন করে যাবা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল? যদিও কংগ্রেস নেতারা আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি হলে উপত্যকা জুড়ে খুনখারাপি বেড়ে যাবে। কিন্তু উল্টো দেখা গিয়েছে ৩৭০ ধারার বিলুপ্তির পর কাশ্মীরে অভূতপূর্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। করোনা কালের আগে সেখানে স্কুল খুলে গিয়েছিল। স্কুলগুলিতে পরীক্ষাও নেওয়া হয়েছে। শ্রীনগরের হাসপাতাল খুলে দেওয়া হয়েছিল।

আসলে বাস্তব পরিস্থিতিটা বোঝা উচিত কাশ্মীরি নেতাদের। এখন তাদের বাজে কথা কেউ শুনছে না। তারা চাইলে আন্দোলন করে দেখতে পারে। তখন তারা বুঝতে পারবে যে রাজ্যের মানুষের বিশ্বাস পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। এই সকল নেতারা কেন চিন ও পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে? প্রশ্ন করে চলেছে গোটা দেশ।

চিন দাবি করেছে যে জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করা অবৈধ এবং কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে চিন। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি পদক্ষেপকে চিন অগ্রাহ্য করেছিল। অন্যদিকে কাশ্মীর নিয়ে ভারত সরকারের জিরো পদক্ষেপের কারণে ঘুম ছুটে গিয়েছিল পাকিস্তানের। ভারতের একের পর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপের কারণে শিহরিত হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভী সংসদের একটি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করেছেন। একটি যৌথ অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে আরএসএসের এজেন্ডা বলে এক ধাপ এগিয়ে অভিহিত করেছেন। ইমরান খান ভারতবর্ষের মুসলমানদের উস্কে দেওয়া জন্য সমস্ত বাজে কথা বলেছিলেন। সেই থেকে তিনি বারবার বলে আসছেন যে ভারতের মুসলমানরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হয়। এ জাতীয় বক্তব্য দিয়ে ইমরান খান নিজেকে ভারত বিরোধী হিসেবে অভিহিত করতে চেয়েছে। এবং তিনি এটা চান যে পাকিস্থানে যেসকল সংখ্যালঘু রয়েছে যেমন হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান তাদের প্রতি নির্যাতন জারি থাকুক। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের উস্কে দিতে চাইছেন। কিন্তু এই কাছে কখনোই সফল হবেন না তিনি। কাশ্মীরি নেতারা ভারতের শত্রুদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। তার বোঝা উচিত জম্মু কাশ্মীর সহ গোটা ভারতের প্রতিটা ইঞ্চির মাটি পবিত্র। দেশ এবং কাশ্মীরের হিতের দিকে তাকিয়ে কাশ্মীরি নেতাদের উচিত উন্নয়নের সরকারকে সাহায্য করা। উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া উচিত। তাদের উচিত সকলকে সাহায্য করে চলা। কিন্তু একটাই চিন্তার রাজ্যের সার্বিক বিকাশ হলে এদেরকে আর কে পাত্তা দেবে?

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সর্বানুস্যূত জীবন দর্শনের স্রষ্টা শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজী তথা শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকারের অবদান নিয়ে কিছু লেখা

এইচ এন মাহাত

মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার তথা শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীর ঐতিহাসিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গিগুলি নবভাবে মূল্যায়ণ করার চেষ্টার জন্যই আমার কলম ধরা।

প্রথমতঃ তিনি সারাবিশ্বে একজন মহান ধর্মগুরু হয়ে সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। ধর্মের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন সকলমানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই ধর্মীয় মতবাদের বা গোঁড়ামি, কুসংস্কার বুজরুকিতে বিশ্বাস না করে সকল মানুষেরই অধিকার আছে সমাজের সার্বিক কল্যাণ করা ও আত্মমোক্ষের পথে চলার। তিনি বলেছেন মানুষ মানুষ ভাই ভাই, সকল মানুষের ধর্ম এক। সেটা হলো মানবধর্ম বা সনাতন তথা ভাগবত ধর্ম। তার বিভিন্ন প্রবচন গুলোতে তিনি বলেছেন ধর্মীয় মতবাদে মানুষেরও চরাচরের সকল জীবের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এরজন্য তিনি জীবনের মুক্তির জন্য সদাশিব প্রদত্ত অন্তর নিহিত ধর্মবোধ ও সাধনা পদ্ধতির অবতরণ করলেন। এই ধরনের সাধনায় নারী পুরুষ শকলকেই সমানাধিকার দিয়ে সমাজকে ধর্মীয় শোষণ থেকে মুক্তির পথ দেখালেন। আর এই চলার পথে কিছু নিয়ম কানুন সমাজ শাস্ত্রে বেঁধে দিলেন আনন্দমার্গ চর্যাচর্য তিনটি খণ্ডের মাধ্যমে। এছাড়াও অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বুজরুকি মুক্ত কয়েকটি বই আমাদের হাতে দিলেন যেমন 'সুভাষিক সংগ্রহ' 'আনন্দ বচনামৃতম' নমঃশিবায় শান্তায়',' নমামি কৃষ্ণসুন্দরম্,' 'তন্ত্রই সাধনা সাধনাই তন্ত্র', 'প্রকৃত গুরু কে, ? 'আনন্দমার্গ', 'আনন্দ সূত্রম' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই চারাচরের স্থাবরজঙ্গম সবকিছুই বাঁচার অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার আছে, যেমন লতাগুল্ম, কীচপতঙ্গ, পশু পাখি, গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড় পর্বত সকলের বাঁচবার অধিকার আছে। এরা না বাঁচলে এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট শুরু হবে। এরজন্য তিনি দিলেন নব্যমানবতাবাদ---"বুদ্ধির মুক্তি নব্যমানবতাবাদ" গ্রন্থ। একজন পরিবেশ বিদ হয়ে আর একটি বই আমাদের উপহার দিলেন"--- আমাদের প্রতিবেশী পশুপাখি।

তিনি অধ্যাত্ম উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বৈকতাবাদের প্রতিষ্ঠা করতে বললেন---নিরন্নকে আগে অন্ন দেওয়ার পর আধ্যাত্মিক চর্চা করতে বললে সেটাই যথার্থ হবে। আর সেটাই বলতে গিয়ে তিনি দিলেন 'প্রাউট" দর্শন—প্রগতিশীল উপযোগ তত্ত্ব যার ভিত্তি হবে প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামো। এখানে তিনি বলেছেন নীতিবাদের স্ফূরণ থেকে বিশ্বৈকতাবাদের প্রতিষ্ঠা এই দুয়ের মাঝে য়ে ফাঁকটা রয়েছে তাকেই বলব সমাজ। রাষ্ট্রে পরিকাঠামো পরিচালনায় যেমন নীতিবাদিরাই থাকবে, তারা মানুষের মানসিকও আত্মিক চাহিদা অনুযায়ী মিনিমাম গ্যারান্টির ব্যবস্থা করবেন তৎসহ তার কর্মক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ উপযোগিতা নিতে হলে কিছু অনুপ্রেরণামূলক অতিরিক্ত প্রদান করবেন। তবে এই অনুপ্রেরণা কখনোই ৮০-২০ শতাংশের পারাক থাকবে না। যম ও নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও বৈশ্যের মত সেবা পরায়ণ হতে হবে। এক ব্রহ্মায় বিশ্বাসী হতে হবে, তাছাড়াও অন্তরনিহিত সাধনা করতেই হবে। প্রাউট প্রবক্তা শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার বলেছেন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করাতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে শ্রমনিবিড় কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। শ্রী সরকার আরও বলেছেন ব্যষ্টি পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও ধর্মীয় মতবাদের শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। 'আঞ্চলিক শ্রীবৃদ্ধির পথ ধরে বিশ্বৈকতাবাদের প্রতিষ্ঠা করার নাম সমাজ। তাই পূর্ণাঙ্গ মানবসমাজ গড়তে ভারতে ৪৪টি ও সারা পৃথিবীতে ২৫০টির ওপর সামাজিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়েছেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলন দিয়ে বলেছেন—কখনই কারো মাতৃভাষা, সংস্কৃতি, আচার আচরণ দমন করতে স্থানীয় মানুষের ওপর বৈষম্য মূলক কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। স্থানীয় বাষা সংস্কৃতিকে স্বযত্নে রক্ষা করে শোষণ মুক্ত মানব সমাজ গড়ে বিশ্বৈকতাবাদের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। স্থানীয় কোনো সমাজের অর্থনৈতিক ও সম্পদের বর্হীস্রোত ঘটাবে না। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কাঁচামালের শিল্পজাত পণ্য করতে হবে স্থানীয় জায়গাতে কলকারখানা গড়ে শ্রমনিবিড় শিল্পের মাধ্যমে। এইভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করলে শ্রমিকদের স্বদেশ প্রেম বৃদ্ধি পাবে ও স্থানীয় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। শ্রী শ্রী আনন্দমূর্ত্তিজী ধর্মগুরু হয়েও কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখিয়েছেন। তার লেখা 'কৃষিকথা' একাধিক খণ্ডে তিনি জমির পূর্ণ সদব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সংসারে কৃষিতে নতুন দিশা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কৃষি ও কর্ষকদের বাঁচাতে হল কৃষি সম্পদকে শিল্পের মর্যাদা দিতে হবে। তিনি আরো বলেছেন সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। তিনি আর বলেছেন কৃষিক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ, কৃষিভিত্তিক ও সহায়ক ক্ষেত্রে 20 + 20 শতাংশ, ব্যবসা ও তদারকির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশও অলাভজন প্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ মানুষ কাজে লাগিয়ে যুবক-যুবতীদের বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্ত করা যাবে।

শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদ বা ভাষাবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের মূলমন্ত্র হল 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' অথবা সাহিত্য বলতে গিয়ে বলেছেন হিতেন যঃ সঃ সাহিত্য। এই দৃষ্টিতে তার বিভিন্ন বইগুলো সারাবিশ্বে তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত করেছে। তাঁর লেকা বর্ণ বিজ্ঞান, বর্ণবিচিত্রা বেশ কয়েকটি খণ্ড, লঘুনিরক্ত, শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের ব্যাকরণ বিজ্ঞান বেশ কয়েকটি খণ্ড শব্দ চয়নিকা বেশ কয়েকটি খণ্ড, পরিভাষায় পরিজন ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁকে ভাষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বইগুলোতে তাঁর একটি নিজস্বতা দেখা যায় নিজস্ব লিপি ভাণ্ডার, ব্যাকরণ, ধ্বনি বিজ্ঞান, শব্দ ভাণ্ডার, ।াবনান পদ্ধতি, প্রতিশব্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী যুগোপযোগী ডালি সাজিয়ে দিয়েছেন। গল্পের জগতে আকলমন্দ সিংয়ের গল্প, হট্ট মালার দেশে, নীল সায়েবের অতলতলে ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক জগতের একটি বিরাট অবক্ষয়কে রক্ষা করতে তিনি আট বছর কয়েক মাসের মধ্যে ৫০১৮ টি গানে নিজস্বতা বজায় রেখে নাম দিয়েছেন, "প্রভাত সঙ্গীত"। গানগুলোর ভাষা মাধুর্যতা, গীত পদ্ধতি, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশের সুর, তাল, লয়কে একত্রিত করে গানের জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মানব সভ্যতার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেছিলেন সারা বিশ্বের মানব সভ্যতা গড়ার পেছনে যে উপকরণগুলো দরকার তার বিশ্লেষণ করেছেন" সভ্যতার আদি বিন্দু রাঢ়", বাংলা ও বাঙালী, বাংলার মনিপ্রদীপ বরেন্দ্রভূমি, পথ চলতে ইতিকথা ইত্যাদি ইত্যাদি বইগুলো।

চিকিৎসার জগতকে তিনি বলেছেন মানুষের শরীর থাকলে প্রাকৃতিক কারণে রোগ হতেই পারে, কিন্তু এমন একটি সুন্দর পরিকাঠামো দরকার যার দ্বারা মানুষ বেশি দিন নীরোদ থাকতে পারে। তারজন্য তিনি লিখেছেন যৌগিক চিকিৎসা ও দ্রব্য গুণ ও দ্রব্যগুণে রোগ আরোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন আসন, খাদ্য গুণের বিচার অনুযায়ী খাদ্যভাস মানুষকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। তিনি বলেছেন মানুষ মন প্রধান জীবন তাই মনের নিয়ন্ত্রণ আসে সাধনা বা যোগাভ্যাসের দ্বারা। সেটাই রোগ মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ।

বর্তমানে সারাবিশ্বে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। শ্রী প্রভাতরঞ্জন সরকার বিজ্ঞান জগতের যুগান্তকারী বইটি লিখে গেছেন "মাইক্রোবাইটাম বা অনুজীবৎ। মাইক্রোবাইটাম আজকের বিজ্ঞান জগতে যুগান্তকারী আবিষ্কার । করোনা জাতীয় ভাইরাসের উৎস ও সমাধানসূত্র বইটির মধ্যে পাওয়া যাবে। নারীদের নানা প্রকারের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করতে তিনি একটি নারী কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে একটি বিশ্বনারী সংঘটন তৈরি করলেন। তিনিই প্রথম নারীকে সামাজিক মর্যাদা দিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের স্থান দিয়েছেন। শ্রী সরকার নারীকে মুক্তির আলো দেখাতে একটি বই ও লিখেছেন "নারীর মর্যাদা"। সর্বশেষ বলা যায় তিনি একজন বিশ্বব্যাপী আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের স্রষ্টা ও নেতা, যার নেতৃত্বে সারাবিশ্বে প্রায় ২০০ টি দেশে আনন্দমার্গের কর্মীরা সেবা কাজের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মতবাদের উর্দ্ধে উঠে সারাবিশ্বেকে একটি পরিবার করতে এগিয়ে চলছেন।

বাঁকুড়ার বৈচিত্র্যময় দুর্গাপুজো

সুখেন্দু হীরা

পৌরাণিক শিব সংহারকর্তা, নৃত্যকলার উদ্ভাবক (নটরাজ), সর্বপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী। জগন্মাতা পার্বতী হলেন ওঁর স্ত্রী। আর বাংলার লৌকিক শিব একজন অলস কৃষক গাঁজা ভাঙে আসক্ত, ঘরণী হলেন, গৌরী। আমাদের মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক কাহিনি পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়নি। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতীর সঙেগ বিবাহ হয় কৈলাসপতি শিবের। পতিদিন সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন। পরজন্মের সতী গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা গৌরী নামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই শিবকে পতি হিসেবে মনে মনে বরণ করে নেয়। আপতিতথাকলেও শিবের সঙ্গে বিহার দেন গিরিরাজ। বিয়ের পরেও চাষ করতে অপারগ শিব। গৌরীর তাড়ানায় ইন্দ্রের কাছ থেকে জমির পাট্টা নেয় শিব। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ত্রিশূল গলিয়ে লাঙ্গল তৈরি করেন। কুবেরের কাছ থেকে ধার করে আনেন বীজ। অনুচর ভীমকে সঙ্গে নিয়ে চাষ করতে লাগলেন। ফসল ভালোই হল। এরপর কৃষিকাজে মত্ত শিব কৈলাসে ফেরে না। অগত্যা পার্বতী বাদদিনীর বেশ নিয়ে মর্তে এসে শিবকে ভুলিয়ে কৈলাসে নিয়ে যান। তারপর শিবের সঙ্গে করেন তুমুল ঝগড়া। রাগ করে বাপের বাড়ি চলে আসেন উমা ছেলেমেয়ে নিয়ে। পিতৃগৃহে তখন দুর্গোৎসব।

তাই মা মেনকা শরৎকাল আসলেই অধীরে আগ্রহে অপেক্ষা করে মেয়ে গৌরী করে আসবে। উমাকে আনতে যাবার জন্য প্রবল কাকুতি মিনতি করেন স্বামীর কাছে। শ্বশুরবাড়িতে মেয়ে মোটেই ভালো নেই। এইসব অনুভূতি দিয়ে রচিত হয় আগামী গান। আগে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও ভিক্ষুকেরা এই আগমী গান শুনিয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করত। আগামী গান শুনে বাঙালি বুঝে যেত পূজো এসে গেছে। আবা পূজোর শেষে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। আকাশে বাতাসে বিষণ্ণতার সুর। তখন আবার তারা গেয়ে ওঠে বিজয়ের গান। এখন আর সেভাবে আগমনী গান শোনা যায় না। আগমনী গানের নির্দশন পাওয়া যায় উমা সঙ্গীতে। উমা সঙ্গীত হল শাক্ত পদাবলীর একটি ভাগ। অপরটি হল শ্যামা সঙ্গীত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শাক্ত পদাবলী মঙ্গলকাব্যের একটি বর্বর্ধিত রূপ। যার মধ্যে আছে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব। তুর্কি বিজয়ের পর বাংলার অরাজকতার পরিবেশে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল মঙ্গলকাব্য, তেমনি বর্গি আক্রমণ, বাংলার নবাবের পতন, বিদেশি বণিকদের লুণ্ঠন—এইসব অস্থিরতার সময় সৃষ্টি হয়েছিল শক্ত পদাবলী। সেই অস্থির সময়ে বাঙালি বরাভয় দাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ার চরণে আশ্রয় নিয়েছিল। মহামায়র যুদ্ধং দেহী মাধুর্য এনে দিয়েছিল শাক্ত পদাবলী। বাঙালির দুর্গাপুজোয় বৈষ্ণব প্রভাব প্রকট। তৎকালীন বেশিরভাগ রাজারা চৈতন্য প্রভাবের ফলে ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। আর প্রজারা প্রধানত ছিলেন শাক্ত। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করেছিল শাক্ত পদাবলী। তাই বাঙালির দুর্গাপুজোয় পশুবলির এখনও প্রচলন আছে। এইসব কারণে বাংলার দুর্গাপুজো বৈচিত্র্যময়। রাঢ় বাংলার বাঁকুড়া জেলায় দুর্গাপুজোগুলি এর বাইরে নয়। এখানে বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি বৈচিত্রময় দুর্গাপুজোর কথা উল্লেখ করা হল।

ইন্দাস থানার আকুই গ্রামে কানু রায় প্রতিষ্ঠীত দুর্গাপুজোর বয়স প্রায় ৩০০ বছর। কানু রায়কে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শ্রীজীব গোস্বামী স্বপ্নাদেশ দেন বৈষ্ণব মতে দুর্গাপুজো করার। সেই থেকে সপরিবার দুর্গামূর্তিতে সিংহ ও মহিষাসুর থাকে না। এমনকী দেবী এখানে চতুর্ভুজা। বর্তমানে এই গ্রামের রায় পরিবার এই পুজো পরিচালনা করেন। মূর্তি তৈরি করেন রাকেশ পাল। তিনি এই গ্রামেরই বাসিন্দা। জন্মলগ্ন থেকে এখানে মন্দির আছে। সেই মন্দিরে পুজো হয় ষষ্ঠী থেকে দশমী, পাঁচ দিন। বাঁকুড়া থেকে আকুই গ্রামে দূরত্ব ৮৯ কিলোমিটার।

দুর্গাঠাকুর পুজোর সময় তার সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িতে আসেন। প্রায় সব বাঙালি পরিবারে পুজোর আগে মায়েদের স্বামীর কাছে আকৃতি যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী। তাই পুজোর সময় মেয়েদের বাপের বাড়ি আসাটা খুবই সনাতনী প্রথা। দুর্গা স্বামী নিয়ে বাপের বাড়ি আসেন না। কিন্তু বাঙালি মেয়েরা বেশিরবাগ ক্ষেত্রে তাঁদের স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ক'দিন কাটিয়ে যান। এই যে জমাইরা এলেন, তাঁরা পুজোর কটা দিন অলসভাবে কাটিয়ে দেবেন বা কিছু করার নেই বলে 'বোর' হবেন সেরকম হবার জো নেই হিড়বাঁধ গ্রামে। এই গ্রাম বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ থানার সদর গ্রাম। এখানে অনুষ্ঠিত হয় শতাব্দীপ্রাচীন মহন্তিদের দুর্গাপুজো। এরা এসেছিলেন তৎকালীন ওড়িশা থেকে। বর্ঘি আক্রমণের সময় সিংভূম রাজাকে সাহায্য করেন এই রংশের বীম মহান্তি। তার ইনামে তিনি বর্তমান পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত মানবাজার থানা এলাকার ঝাড়বাগদা গ্রামে ভুসম্পত্তি পান। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন কুলদেবতা রসিকনাগরের মন্দির। পরবর্তী বংশধরদের কিছু অংশ চলে আসেন হিড়বাঁধ। বর্তমানে এখানে ১০০ ঘর মহান্তি পরিবারের বাস। পুজোর জন্য যে সম্পত্তি বরাদ্দ আছে তাতেই হয়ে যায় দুর্গাপুজো পুজোর জন্য একটি দুর্গা মেলা আছে। বাঁকুড়া জেলায় অনেক জায়গায় মন্দিরকে মেলা বলা হয় দুর্গা মেলার পাশেই আছে শিব মন্দির। সেই শিবমন্দিরের কাঠের দরজায় বিষ্ণুর দশ অবতার খোদিত আছে। তা সত্যিই অপূর্ব দুর্গাপুজোর সময় প্রতিদিন কিছু না কিছু প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এর জন্য যে পুরস্কার দেওয়া হয় সেই পুরস্কারের অর্থ সংগ্রহ করে গ্রামের মেয়েরা অর্থাৎ যারা দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাপের বাড়িতে এসেছে। পুরস্কার বিলি করেন, জামাইরা। পুরস্কার বিতরণ হয় দশমীর দিন সন্ধ্যায়। তার আগে মাইদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়। যেমন ফুটবলে গোল দেওয়া, কয়েন (পয়সা) বাছা, উইকেট ফেলা ইত্যাদি। জামাইদের পুরস্কার হিসেবে থাকে টর্চ আলোর দিশা। এতে মহান্তি পরিবার ছাড়াও গ্রামের সমস্ত জমাইরা অংশগ্রহণ করে। এই জামাই অনুষ্ঠানটি খুব জনপ্রিয়। নবমীর দিন হয় নরনারায়ণ সেবা। ঠাকুর বিসর্জন হয় লক্ষ্মী পুজোর পর। লক্ষ্মীপুজো হয় দুর্গা মেলার মধ্যেই। লক্ষ্মী প্রতিমাটি অভিনব। দুই পাশে দুই হাতির মাঝে লক্ষ্মী দেবী। লক্ষ্মীপুজোতে পিঠে তৈরি হয়। যেমন কাঁকড়া পিঠে, গড়গড়ি পিঠা, খাঁপুর মণ্ডা ইত্যাদি। এই কয়দিন গ্রামের মানুষজন আনন্দে মেতে থাকে মহান্তিদের পুজো উপলক্ষে। বাঁকুড়া শহর থেকে হিড়বাঁধের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দুর্গাপুজোয় গাজন। হ্যাঁ এইরকমই আশ্চর্যজনক ঘটনা হয় বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল থানার লক্ষ্মীসাগর ও পুখুরিয়া গ্রামের দুর্গাপুজোতে। লক্ষ্মীসাগরও পুখুরিয়া গ্রাম দুটি কাছাকাছি, তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। লক্ষ্মীসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন লক্ষ্মীসাগর গ্রাম। আর পুখুরিয়া বিক্রমপুর গ্রাম। পঞ্চায়েতে। দুই গ্রামের মধ্যে দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। লক্ষ্মীসাগর গ্রাম ৬০০ কর্মকার পরিবারের বাস এবং পুখুরিয়া বিক্রমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। দুই গ্রামের মধ্যে দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। লক্ষ্মীসাগর গ্রামে ৬০০ কর্মকার পরিবারের বাস এবং পুখুরিয়া গ্রামে তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০০। লক্ষ্মী সাগর কর্মকাররা এখন আর সেভাবে যুক্ত নন এই পেশার সঙ্গে। গ্রামে মাত্র তিনটি শাল আছে। তবে পুখুরিয়া গ্রামের কর্মকাররা কাঁসার বাসন তৈরি করেন। এদের তৈরি বাটি জগদ্বিখ্যাত, কারণ এদের তৈরি বাটি বিদেশে যায়।

লক্ষ্মীসাগর গ্রামের দুর্গাপুজো ৯০ বছরের প্রাচীন। সপ্তমীর দিন সকালে ১০৮ ঘটে কুমারী মেয়েরা জল আনে। বাঁকুড়া জেলাতে যাকে বলে বারি আনয়ন। অষ্টমীর দিন হয় গাজন। এতে ভক্তর সংখ্যা হয় এক হাজার থেকে দেড় হাজার। এখানে বলে ভক্তে। নারী পুরুষ উভয়েই ভক্তা হয়। সপ্তমীর দিন চুল, দাড়ি, নখ কেটে স্নান সেরে নিরামিষ খেয়ে নেয। তারপর দিন সন্ধিপুজো পর্যন্ত উপবাস থাকতে হয়। অষ্টমীর দিন ৪০০মিটার

ছয়ের পাতায়

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

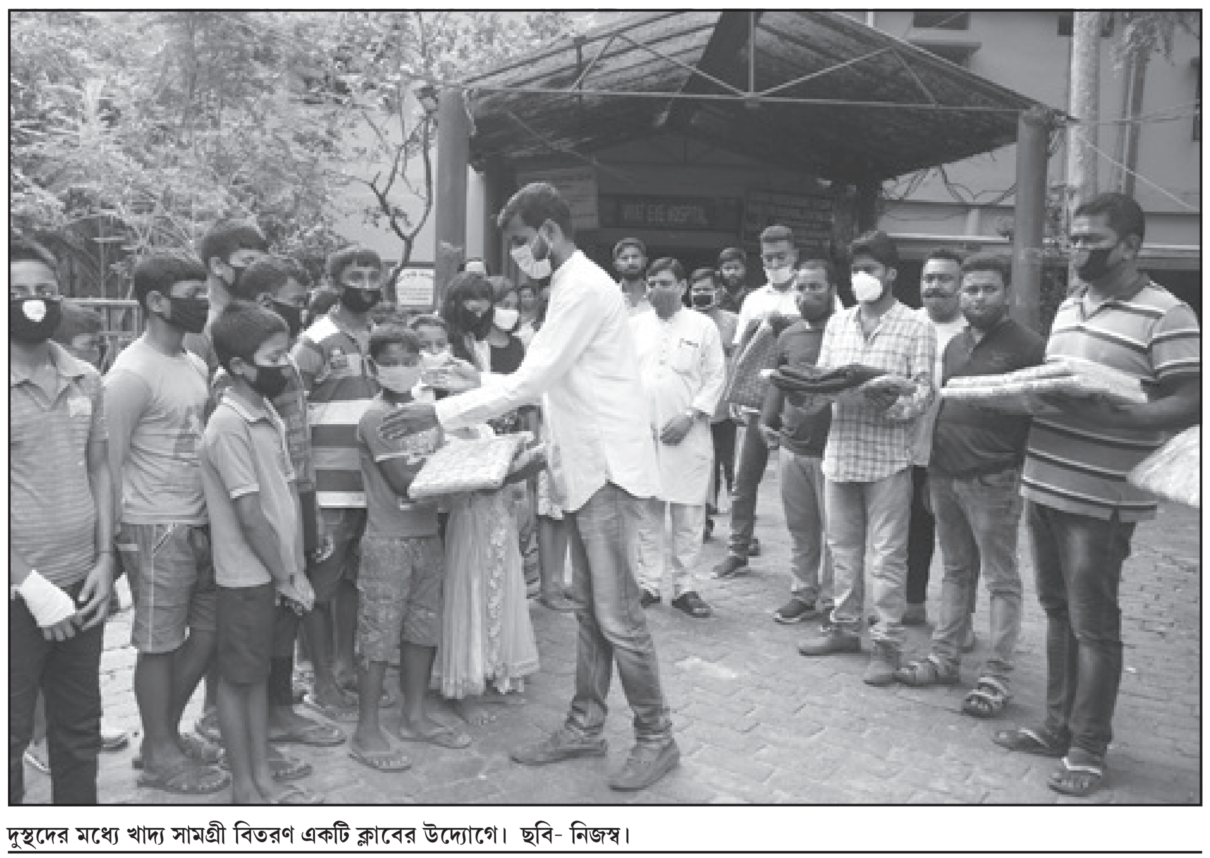

দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ একটি ক্লাবের উদ্যোগে। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাওয়ে দুর্গাপূজা, নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছেন জেলাশাসক

হাফলং (অসম), ২১ অক্টোবর (হি.স.) : রাত পোহালেই মহাষষ্ঠী। মহাষষ্ঠীর মাধ্যমেই শুরু বাঙালির সর্ববৃহৎ উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। তবে এবার করোনা অতিমারির জন্য পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে করতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের। তাই এই পূজার দিনগুলিতে সবাইকে সরকারি নিয়মনীতি ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক পল বরুয়া। বুধবার জেলাশাসকের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জেলাশাসক পল বরুয়া এবারের দুর্গা পূজা ডিমা হাসাওবাসী যাতে সরকারি নিয়মনীতি ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে সতর্কতার সঙ্গে উদযাপন করেন এই আহ্বান জানিয়েছেন
জেলাশাসক বরুয়া বলেন, একটু অসতর্ক হলেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়। তাই পুজোর কয়দিন যাতে করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ না ঘটে তা নিয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। এ ব্যাপারে পুজো কমিটির সদস্যদের দেবী দর্শনার্থীদের মধ্যে সজাগতা সৃষ্টি করার পরামর্শ দেন জেলাশাসক। বলেন, সবাই যাতে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলেন এবং পুজো মণ্ডপে প্রবেশ আগে যাতে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করেন তার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।
পল বরুয়া বলেন, রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসের হার ঊর্ধমুখি। ইতিমধ্যে পাহাড়ি জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই সতর্কতা অবলম্বন একান্ত জরুরি। তিনি বলেন, পুজোর দিনগুলিতে সাধারণ মানুষকে শপিংমল, কাপড়ের দোকানে ভিড় না করতে পরামর্শ দিয়ে জেলাশাসক বলেন, বাজারে কেনাকাটার সময় ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এই নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করলে দুর্যোগ মোকাবিলা আইনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।।
সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক বলেন, এবার ডিমা হাসাও জেলায় মোট ২৫টি পুজো অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সবগুলি পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মন্দিরের স্থায়ী মণ্ডপে। এবার বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন হাফলং লেকের বদলে দিয়ুং নদীতে করা হবে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য পূজা কমিটিগুলিকে নিয়ম বেঁধে দেবে জেলা প্রশাসন। তিনি জানান, মঙ্গলবার থেকে প্রত্যেক পূজা কমিটির সদস্য ও পুরোহিতদের করোনা টেস্ট শুরু হয়েছে। প্রত্যেক পূজা কমিটির কাছ থেকে এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া মিলছে বলে জানান জেলাশাসক। এছাড়া প্রতিটি পূজা কমিটিকে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে বলেছেন তিনি। জানান, পুজো মণ্ডপে ভক্ত-দর্শনার্থীদের ঢোকার পথে রাখতে হবে হ্যান্ড সেনিটাইজার ও সাবান এবং জল। সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক।
তাছাড়া পুজো মণ্ডপে এক সঙ্গে ১০ থেকে ২০ জন দর্শনার্থী প্রবেশ করতে পারবেন সামাজিক দূরত্ব মেনে। তিনি বলেন, সর্বাবস্থায় কোভিড প্রটোকল সব পূজা কমিটিকে মানতে হবে। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় রাত ১০ টার মধ্যে পুজো মণ্ডপ বন্ধ করে দিতে হবে পূজা কমিটিগুলিকে। অন্যদিকে রাত ৯-টার মধ্যে সমস্ত হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিতে হবে। দশমীর দিন সমস্ত জেলায় ড্রাই-ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পূজার সময় যাতে করোনার গোষ্ঠী সংক্রমণ না ঘটে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সব ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে সজাগতা আনতে হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান জেলাশাসক পল বরুয়া।

বিকাশ ভট্টাচার্যর 'সাহসী' ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : পুজো নিয়ে হাইকোর্টে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যর 'সাহসী' ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। "তাঁকে কোন দিন ক্ষমা করবে না বাঙালি" বিকাশবাবুর বিরুদ্ধে এই ভাষায় তোপ দেগেছেন অল ইন্ডিয়া লিগাল এড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। জয়দীপ বাবু বলেছেন, "এই পুজো বন্ধ করার জন্য বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং তাঁর দলকে বাঙালি চিরতরে মনে রাখবে। আগামী ২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটে বিকাশ বাবু এবং তাঁর দলকে বাঙালি বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল।"
অন্যদিকে চলচ্চিত্র অনীক দত্ত ফেসবুকে আবেদন করেছেন, বিকাশবাবু ষম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে। অনীকবাবু একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন, তাতে লেখা জানি খুব রাগ হচ্ছে। তৃণমূলীবলছেীবামেরা ীদুর্গাপুজো ীবন্ধ ীকরে ীদিলো। আপনিও ভাবছেন ধর্মহীন নাস্তিক বামেরা আপনার বচ্ছরকার উৎসবে জল ঢেলে দিলো। ভাবতেই পারেন, ভাবনা তো আপনার হাতেই। শুধু বলবো - পুরোটা নিয়ে ভাবুন। সবদিক মাথায় রেখে। তারপরেও যদি মনে হয়, স্বচ্ছন্দে গালি দিন। এই বছরেও, এই আবহেও, সরকার ক্লাবে ক্লাবে ৫০ হাজার টাকার খয়রাতি করেছে, আপনার আমার ট্যাক্সের টাকায়। ইমামভাতা, পুরোহিতভাতায় টাকা বিলিয়েছে। গোলগোল দাগ কেটে আর করোনাকে পাশবালিশ করে থাকার মতো বালখিল্যতা করা সরকার কেন স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশকর্মীদের জীবন বাঁচাতে অক্ষম হচ্ছে? কেন করোনারোগীদের হয়রানি বন্ধ হচ্ছে না?কেন ডাক্তারদের পরামর্শ মেনে ক্লাস্টার করছে না, পুজো এলাকার জন্যে? কেন? যারা প্রশ্ন করছেন, অঞ্জলি কোথায় দেবেন! তারা যদি নিজের ছবিতে অন্য কাউকে অঞ্জলি দিতে দেখতে না চান, বাড়িতে থাকুন। প্যান্ডেল বদ্ধ জায়গা, সেইটা মাথায় রাখুন। ক্লাস্টার মানুন। আর সরকারের ভাঁওতাবাজির বিরুদ্ধে যে লড়াই বামপন্থীরা লড়ছে এইসময়েও, সেটাকে পুজোর ভিড়ের সাথে না গুলিয়ে, ডাল-ভাত আর বিরিয়ানির ফারাক বুঝুন। নেসেসিটি। লাক্সারি নয়।

মাস্ক না পরে রাস্তায় বেরোনোয় গ্রেফতার ৩,৪১৮

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : যত দিন বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও এই ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তা এতদিনে বুঝে গেছে শহরবাসী। তারই মাঝে পুজো এসে গিয়েছে। অনেকেই পুজোর বাজার করতে হোক কিম্বা প্যান্ডেল হপিং করতে মাস্ক ছাড়া বেরিয়ে পরছে রাস্তায়। গত কয়েক দিনে মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বেরোনোয় গ্রেফতার ৩,৪১৮ বুধবার এমনটাই খবর কলকাতা পুলিশ সূত্রে।
বারবার কলকাতা পুলিশের তরফে মাইকিং করে বলা হচ্ছে যেন সবসময় মাস্ক পড়ে রাস্তায় বের হয় শহরবাসী। কিন্তু সেই সব মাইকিংকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাস্ক ছাড়াই অনেকেই বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়। আর তাই সচেতনতা ফেরাতে কঠোর কলকাতা পুলিশ। সূত্র মারফত খবর,মাস্ক না পরে বাইরে বেরনোয় গত ১১ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে মোট ৩,৪১৮ জনকে। বিশেষ করে গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেট, লেক মার্কেটের এলাকায় কড়া নজরদারি পুলিশের। মাস্ক না পরে ঘুরতে দেখলেই গ্রেফতার করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার দু ঘণ্টার জন্য দেশজুড়ে প্রতীকী ধর্মঘটের হুমকি দিল রেল কর্মচারী সংগঠন

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.): পুজোর মরসুমে বোনাস না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে দু''ঘণ্টা প্রতিটি ধর্মঘটের ডাক দিল রেল কর্মচারী সংগঠন। আগামীকাল এই ধর্মঘট হলে সে ক্ষেত্রে ৪৬ বছর পর ভারত জুড়ে রেল পরিষেবা পুনরায় ব্যাহত হতে চলেছে।
অল ইন্ডিয়া রেলওয়েমেন''স ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, আজকের মধ্যে তাদের বোনাস ঘোষণা করা না হলে আগামী কালকে দুই ঘণ্টা জন্য প্রতিটি রেল ধর্মঘট করবে তারা।একই সঙ্গে চলতি বছরে রেল কর্মীদের বোনাস না দেওয়া নিয়ে সরকারের উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন তারা।
প্রসঙ্গত, এর আগে ১৯৭৪ সালে তৎকালীন রেল কর্মচারী সংগঠনের নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে "রেলের চেয়ে জেল ভালো'' স্লোগান দিয়ে রেলওয়ে কর্মচারীরা সমগ্র দেশে রেল পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাদের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। ধর্মঘট করার আগেই দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে তৎকালীন প্রশাসন। ফলে ধর্মঘটের আয়োজন ভেস্তে যায়।

দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি স)। পঞ্চমীর রাতে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার তিনি টুইটে লেখেন, "দুর্গাপূজা, অশুভের পরাজয় ও শুভে''র বিজয়ের এক পবিত্র উৎসব। মা দুর্গার কাছে শক্তি, আনন্দ ও সুস্বাস্থ্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আগামী কাল বাঙালির প্রিয় দুর্গোৎসবের মহাষষ্ঠী। এই বিশেষ দিনটিতে, আগামী কাল দুপুর ১২টায়, পশ্চিমবঙ্গে আমার সমস্ত ভাই-বোনেদের শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাবো ও পুজোর আনন্দ একসাথে ভাগ করে নেব। সঙ্গে থাকবেন।"

আদালতের রায়কে নীরবে সম্মতি পুর মন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.): পুজো হলেও মন্ডপ থাকবে দর্শকশূন্য। এই মর্মে রায় দিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই রায় শোনার পরেই খানিকটা মুষড়ে পড়েছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এই রায়ে ছোটদের জন্য তার মন খারাপ লাগছে বলেও জানান তিনি।
এদিন রায় নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, পূজনীয় তার নিজের বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তাদের মণ্ডপে ইতিমধ্যেই ৩০ ফুট দূরত্ব রাখা হয়েছে। দর্শনার্থীরা দূর থেকেই ঠাকুর দেখতে পারবেন সেক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না। অন্যান্য পুজো কমিটি গুলির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।
এদিন ফিরহাদ হাকিম আরো জানান, 'হাইকোর্টের রায় নিয়ে কিছু বলার নেই। আমরা সাধারন মানুষ। আদালত যা নির্দেশ দেবে তা মেনে নিতে হবে। দুর্গাপূজা মূলত উৎসবে উৎসবে সকলেই শামিল হবে। কিন্তু ছোটদের জন্য একটু খারাপ লাগছে'। তিনি জানান, 'এই করোনা আবহে প্রায় সাত-আট মাস ধরে ছোটরা ঘরবন্দি। স্কুল বন্ধ, পার্ক বন্ধ অনলাইনে পড়াশোনা করতে গিয়ে তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে তাদের ও মানসিক চাপ পড়ছে। তাই পুজোতে তারা কিছুটা আনন্দ করতে পারতো কিন্তু এবার সেটাও হবে না'।
প্রসঙ্গত, এদিন পূর্ববর্তী অর্থাৎ সোমবারের রায়ে আংশিক পরিবর্তন করে আদালত জানায়, বড় পুজোয় মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশের জন্য পুজো কমিটির সদস্য ও ঢাকি-সহ ৬০ জনের নামের তালিকা বানানো যাবে। তবে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৪৫ জন থাকতে পারবেন মণ্ডপের ভিতরে। ছোটপুজোর মণ্ডপে ৩০ জনের তালিকা তৈরি করা যাবে। তবে এক সঙ্গে সর্বোচ্চ থাকতে পারবেন ১৫ জন। প্রতিদিন সকাল আটটার মধ্যেই মণ্ডপের সামনে টাঙাতে হবে এই তালিকা। প্রতিদিন তা আপডেটও করতে হবে।
বুধবার কিছুটা ছাড় দিয়ে, কার্যত আগের রায়ই বহাল রেখেছেন দুই বিচারপতি। অর্থাৎ, এই বছর দর্শকশূন্যই থাকবে দূর্গাপুজো মণ্ডপ। অনুমতি নয় সিঁদুর খেলাতেও। তবে দর্শকরা না-ঢুকতে পারলেও নো এন্টি জোনে থাকতে পারবেন ঢাকিরা। তবে তাঁরা মণ্ডপের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। মাস্ক পরার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্বের নিয়মবিধি মেনে চলতে হবে তাঁদের।

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ১, ৯৩১ জন, ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ১,১৮১

ভুবনেশ্বর, ২১ অক্টোবর (হি.স.): ওড়িশায় ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৩১ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় করোনা কেড়ে নিয়েছে আরও ১৩ জনের প্রাণ। ফলে ওড়িশায় করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-২,৭৪, ১৮১ এবং ১,১৮১। বুধবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১,৯৩১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭৪, ১৮১। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২০,৭৫০ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২,৫২,১৯৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,১৮১-এ পৌঁছেছে।

পঞ্চমীর দিন ফাঁকা টালা পার্ক প্রত্যয়ের মন্ডপ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : কলকাতার পুজো মানেই উত্তর থেকে দক্ষিণ সবেকি থেকে থিমের লড়াই। প্রতিবছরই কলকাতার পুজো দেখতে কলকাতাবাসী ছাড়াও জেলা থেকে প্রচুর মানুষ এসে ভিড় জমায় তিলোত্তমায়। চলতি বছর করোনা আবহে সেই সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। পাশাপাশি করোনা আবহে একাধিক নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে পুজো প্যান্ডেল গুলির ক্ষেত্রে। প্রতিবছরই পঞ্চমীর সকাল থেকেই ভিড় থাকে উত্তর কলকাতার অন্যতম পুজো টালা পার্ক প্রত্যয়ের মন্ডপে। কিন্তু এই বছর চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। পঞ্চমীর দিন ফাঁকা টালা পার্কের মন্ডপ।
চলতি বছর ৯৫ বছরে পা দিল টালা পার্কের পুজো। যদিও এই বছর করোনা আবহে হচ্ছে পুজো। প্রতিবছরই প্রচুর ভিড় টানে টালা পার্ক প্রত্যয়ের পুজো। এই বছর দূর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যে বিশাল কর্মকাণ্ড চলে তার কেন্দ্রবিন্দুতে মাতৃপ্রতিমা টালা পার্ক প্রত্যয়-র পুজো প্যান্ডেলে। সেই মাতৃভাবনাই উঠে এসেছে টালা পার্ক প্রত্যয়ের পুজোয়। যদিও মূল মন্ডপের ভিতর দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় বেশ অনেকটাই ফাঁকা টালা পার্ক প্রত্যয়-র পুজো মন্ডপ।

বেহাল অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গডকড়ি ও রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের কাছে লিখিত নালিশ

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রায় কুড়ি বছর ধরে চলার অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে অসম-ত্রিপুরার লাইফ লাইন নামে খ্যাত পোয়ামারা-চোরাইবাড়ি ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক। প্রতিনিয়ত চলাচলে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছেন সাধারণ মানুষ। সড়কের বেহাল দশার দরুন গত কুড়ি বছরে কত গর্ভবতী মহিলা সহ মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যু হয়েছে এর কোনও হিসাব নেই। রাস্তার বেহাল অবস্থা এবং মানুষের চূড়ান্ত দুর্গতি সম্প্রতি বরাক সফরকালে সচক্ষে দেখে গেছেন পূর্তমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাণকেন্দ্র নিলামবাজারের বুক চিরে যাওয়া এই বেহাল জাতীয় সড়কের ভগ্নদশা নিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে মুখে কলুপ এঁটে বসে রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান। সড়ক সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত বেশ কয়েকটি গণ-আন্দোলনের ফলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল ও পরিবহণ দফতর দু-দুবার অর্থ মঞ্জুর করলেও স্বার্থান্বেষী এক রাজনৈতিক চক্রের নোংরামি এবং অবশ্যই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির জন্য বারবারই এই কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। সংবাদ মাধ্যমের কাছে এভাবেই নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতা তথা পোয়ামারা-চোরাইবাড়ি জাতীয় সড়ক রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির সভাপতি নীলোৎপল দাস।
দাস বলেন, প্রথম অবস্থায় প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ ও তার সাগরেদদের বাগড়া দেওয়ার জন্য জাতীয় সড়ক সংস্কারের বরাতপ্রাপ্ত তৎকালীন ঠিকাদার সংস্থা আটলান্টা এআরএসএস কোম্পানি মাঝপথে কাজ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। যার দরুন জনগণের চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়তে হয়। পরবর্তীতে সিদ্দেকে আহমেদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত এবং জাতীয় সড়কের কাজ সম্পূর্ণ করার দাবিতে এলাকার বহু ছাত্র-আন্দোলন এবং সর্বশেষ বৃহত্তর এলাকা নিয়ে গঠিত পোয়ামারা- চোরাইবাড়ি জাতীয় সড়ক রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি এবং বারইগ্রাম আঞ্চলিক কমিটি মিলে জাতীয় সড়ক এবং রেল অবরোধ সহ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুললে অসম ও দিল্লি সরকার নড়েচড়ে বসে। ছুটে আসেন এনএইচ-এর তৎকালীন চিফ ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্রনাথ ডেকা। সে সময় নিলামবাজারে জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে বিভাগীয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডেকা কথা দিয়েছিলেন, সব ঝামেলা মিটিযে নতুনভাবে সংস্কার করা হবে। কিন্তু তদানীন্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কথা আর বাস্তবে প্রতিফলিত হয়নি।

রাতের শহরে অস্ত্র-সহ তারাতলা থেকে ধৃত ২

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর মরশুমেও রাতের শহরে জোর কদমে চলছে নাকা তল্লাশি। এরই মাঝে মঙ্গলবার গভীর রাতে তারাতলা এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ দু''জনকে গ্রেফতার পুলিশের।
পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে বজবজের দিক থেকে আসা একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায় ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের সামনে। গাড়ির উপর পুলিশ নজর রাখছে এটা বুঝতে পেরেই দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও গাড়িটিকে হাতেনতে ধরে ফেলে পুলিশ। গাড়িটি পালিয়ে যেতে পারে এটা বুঝে আগে থেকেই এই গাড়িটির চারপাশ ঘিরে দিয়েছিল পুলিশ। এরপরেই গাড়ির ভিতর তল্লাশি চালিয়ে মেলে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে নূর আহমেদ রাকিব ও মহম্মদ আরশাদ রাহুল নামে দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিজেপি-জেডিইউ জোটকে শচীন-সহবাগ জুটির সঙ্গে তুলনা রাজনাথের

ভাগলপুর, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : বিহারে বিজেপি এবং জেডিইউ জোট শচীন এবং সহবাগের জুটির মতো। যেভাবে এই দুই ক্রিকেটার লম্বা ইনিংস খেলে ভারতকে একের পর এক ম্যাচ জিতেছে। ঠিক তেমনি ভাবে বিজেপি এবং জেডিইউ লম্বা ইনিংস খেলে বিহারের উন্নয়নে নতুন নজির গড়ে চলেছে। এই জোট আগামীদিনেও বজায় থাকবে এবং রাজ্যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন রাজনাথ সিং।
বুধবার ভাগলপুরের সানহুলার এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, করোনা কালে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে অনেক ভালো কাজ হয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে কাজ হারিয়ে ফিরে আসা শ্রমিকদের আর্থিক ভাবে সাহায্য করা হয়েছে। এইসকল পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে। এই খাদ্যশস্য সরবরাহের প্রক্রিয়া নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। গরিব মানুষের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা আরো বৃদ্ধি করতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের উন্মোচন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছে বিহারের ২৫ লক্ষ মানুষ। আগামী দিনে এই সংখ্যা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। একটা সময় ছিল যখন গ্যাসের উননে গরিবদের রান্না করার কথা ভাবাও যেত না। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের সভায় মঞ্চ থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এর স্বপক্ষে প্রমাণ করেছেন রাজনাথ। তিনি জানিয়েছেন যে স্বাধীনতার আগে ভারতের বিভাজন একেবারেই কাম্য ছিল না। কিন্তু দেশভাগের পর পাকিস্তানি বসবাসকারী সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। বিজেপি অঙ্গীকার করেছিল যে পাকিস্তানের নির্যাতিত হবার সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় দিয়ে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। সেই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পালন করেছে।
আরজেডি ১৫ বছরের শাসন কালকে কটাক্ষ করে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ১৫ বছরের হ্যারিকেনের (আরজেডি দলীয় প্রতীক) শাসনে সড়ক বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের জন্য জনগণের সংঘাতের মধ্যে হাহাকার লেগেই থাকত। অপরাধ চরমসীমা কে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু নীতীশ কুমারের আমলে বিহারে শান্তি বজায় রয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থেকেছে। বর্তমানে বিহারের আর হ্যারিকেন এর দরকার নেই।

দু''দিন ধরে ভারতের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৭.৫ লাখের নিচে : স্বাস্থ্যমন্ত্রকণ্ড্র

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): টানা দুইদিন ধরে ভারতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭.৫ লাখের নিচে রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬১ হাজার ৭৭৫ জন। ওই সময়ের মধ্যে ভারতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪ হাজার ০৪৪। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১০ লাখ ৮৩ হাজার ৬০৮। দেশের ১৪ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনায় মৃতের সংখ্যা এক শতাংশেরও কম। বর্তমানে গোটা দেশে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৭ লাখ ৯৫ হাজার ১০৩। সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৮৮.৮১ শতাংশ। দেশের ১০ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৭৭ শতাংশ। মহারাষ্ট্রের বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৫০০। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশের ১০ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৭১৭ জনের মৃত্যু করোনার কারণে হয়েছে।

ঊষাবাজারে ভারত রত্ন ক্লাবের পূজার প্যান্ডেল। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা

বড়দেরই নয়, ছোটদের কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও হেলাফেলার বিষয় নয়।
শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার হার মোটেই কম নয়। এদের মধ্যে বেশিরভাগই আক্রান্ত হয় শৌচাগার ব্যবহারের অভ্যাস করানোর সময়, যখন শিশুর বয়স হয় দুই থেকে তিন বছর। আর এই রোগে আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় যত দেরি হবে, ততই বিষয়টি সামলানো শিশুর জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, শারীরিক ও মানসিক দুভাবেই। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানিয়েছেন ভারতের ‘ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি’র পরিচালক এবং কমনওয়েলথ অ্যাসেসিয়েশন অফ পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি অ্যান্ড নিউট্রিশন’য়ের প্রেসিডেন্ট ডা. নিলম মোহন এবং ‘অ্যাবট ইন্ডিয়া’র ‘মেডিকাল ডিরেক্টর’ ডা. শ্রিরুপা দাস। কোন বয়সের শিশুরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়?
এই প্রসঙ্গে ডা. নিলম মোহন বলেন, “শিশুদের মধ্যে দু থেকে চার বছরের শিশুরাই কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত হয় বেশি। যে সময়টায় তাদের ‘পট’য়ে বসানো হয় কিংবা শৌচাগার ব্যবহার করা শেখানো হয়। পরে এই রোগের প্রকোপ দেখা দেয় পরিণত বয়সে, যার প্রধান কারণ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস।
কী কারণে শিশুদের এই রোগ হতে পারে?
ডা. শ্রিরুপা দাস এবিষয়ে বলেন, “এই ব্যাপারটা বাবা-মায়ের জানাটা জরুরি। শৌচাগার ব্যবহার করা শিখতে যে শিশুদের কষ্ট হয় তাদেরই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। তাড়াহুড়ার কারণে মল পুরোপুরি নির্গমন না হওয়া একটা বড় কারণ। বাড়ির বাইরের শৌচাগার হওয়ায় সেখানেও তাড়াহুড়ো থাকতে পারে। মলত্যাগের বেগ চেপে রাখা এবং পানি পানের ঘাটতিও উল্লেখযোগ্য কারণ।” শিশুর মলত্যাগের অভ্যাসে বাবা-মায়ের নজরদারির গুরুত্ব কতটুকু? ডা. নিলম মোহন বলেন, “অত্যন্ত জরুরি এবং সেখানে নিয়মিত নজরদারি থাকতে হবে। শিশুদের নিয়মিত ‘বাওয়েল মুভমেন্ট’ না হলে, কোনো সমস্যার ইঙ্গিত টের পেলে উচিত হবে মলত্যাগের অভ্যাস ও ধরনের কয়েকদিনের তালিকা তৈরি করা। সেখানে থাকতে হবে মলের পরিমাণ, রং, ধরন, মলত্যাগের সময় শিশু কোনো অস্বস্তি বোধ করে কি-না, কীভাবে শিশু বসে, বেগ চেপে রাখে কি-না এগুলোসহ যে কোনো তথ্য যা উল্লেখযোগ্য বা অস্বাভাবিক মনে হবে।”
শিশুর দিনে কতবার ‘বাওয়েল মুভমেন্ট’ হবে তা নির্ভর করে বয়সের ওপর। শৈশবের প্রাথমিক বছরগুলোতে দিনে চারবার ও

তারও বেশি মলত্যাগ হতে পারে। চার বছর বয়সের পর সাধারণত ৯৮ শতাংশ শিশুর বেগ চেপে রাখার ক্ষমতা তৈরি হয়। সেসময় মলত্যাগের সংখ্যা নেমে আসতে পারে দিনে এক থেকে দুবারে।
ছোট্ট শিশুদের শৌচাগার ব্যবহার শেখানো এবং একটু বড় হওয়ার পর তার অনুশীলন নিয়ে কী উপদেশ দেবেন?
এমন প্রশ্নে ডা. নিলম মোহন বলেন, “শিশুর বয়স ২৪ মাস হওয়ার আগে তাকে শৌচাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করা যাবে না। তিন থেকে চার বছর বয়স হল তা শেখানোর সময়। তবে নির্দিষ্ট বয়স নিয়ে মতান্তর আছে।”
“একজন মানুষকেই এই কাজের দায়িত্ব নিতে হবে এবং ওই ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট নিয়মই অনুসরণ করবে। একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নেবে এবং একটি নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করবে শৌচাগার ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ার জন্য।” “যে শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, তাকে দিনের যেকোনো সময় দুই থেকে তিনবার ভারি খাবার খাওয়ানোর আধা ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ থেকে ১০ মিনিটের জন্য ‘পট’ কিংবা শৌচাগারে বসাতে হবে। ‘অ্যানাল ফিশার’ দেখা দিয়ে থাকলে তার চিকিৎসা করাতে হবে দ্রুত যাতে মলত্যাগ হয় ব্যথামুক্ত।” “শৌচাগার ‘লো-কমোড’ হলে হাঁটু ভাঁজ করে বসার অভ্যাস করাতে হবে। ‘হাই-কমোড’ হলে পায়ের নিচে পিঁড়ি দিলে ভালো হবে। যেকোনো অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভ্যাসটি অনুশীলন করার বিনিময়ে কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা শিশুকে উৎসাহ যোগাবে।”
“শারীরিক কসরতের অনুশীলন শৈশব থেকে রপ্ত করানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এতে হজমশক্তি জোরদার, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সামান্য ব্যায়াম যেমন টানা আধাঘণ্টা হাঁটা, উঠবস করা, অদৃশ্য চেয়ারে বসা ইত্যাদি শরীরচর্চাকে খেলা হিসেবে তাদের সামনে উপস্থিত করা উচিত।”
কেমন খাদ্যাভ্যাস সহায়ক হবে? ডা. নিলম মোহন বলেন, “সুষম খাদ্যাভ্যাস সবকিছুর জন্যই জরুরি, সব বয়সেই। শিশুর সুষম খাদ্যাভ্যাসে প্রধান খাদ্য শ্রেণির সবগুলোর কয়েকটি উপাদান থাকতে হবে।” বিশেষত, ফল, সবজি এবং ভোজ্য আঁশযুক্ত খাবার যেমন ‘সিরিয়াল’, শষ্যজাতীয় খাবার, ডাল, যব, সালাদ ইত্যাদি। তরল পানে তাদের উৎসাহ বাড়াতে হবে, আর পানি পানের ক্ষেত্রে গুরুত্বটা হবে সবচাইতে বেশি। দুধ অতিরিক্ত খাওয়ানো ঠিক নয়, আর ‘জাঙ্ক ফুড’ যত এড়াতে পারবেন ততই মঙ্গল। “প্রতিদিনের খাবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ানোর অভ্যাস থাকা উচিত। এতে খাবার হজম করার প্রক্রিয়াটা মসৃণ হবে, হজমতন্ত্রের ওপর বাড়তি ধকল যাবে না। খাবার খাওয়ার আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই মলত্যাগের বেগ আসবে। তাই স্কুলে যাওয়া শিশুদের সকালের নাস্তাটা আগেভাগে খাওয়ানো উচিত। এতে শৌচকাজটা ঘরেই সেরে ফেলার সময় পাওয়া যাবে। এরপরও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা চোখে পড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।”
শিশুর জীবনে এই রোগের প্রভাবটা কেমন?
ডা. শ্রিরুপা দাস বলেন, “পেটে যাওয়া খাবার সঠিকভাবে ভেঙে তার পুষ্টিগুলো গ্রহণ করার জন্য এবং হজম না হওয়া খাবার শরীর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী হজমতন্ত্রের গুরুত্ব বলে শেষ করা সম্ভব নয়। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সিংহভাগ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ৭০ শতাংশ আর ‘সেরোটনিন’ নামক মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের মাত্রা ৯৫ শতাংশ নির্ভর করে এই প্রক্রিয়ার উপর। তাই শৈশবে কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত হওয়ার পরিণাম ভয়াবহ মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আবার মলত্যাগে অস্বস্তির আতঙ্ক শিশুর শৌচাগার ব্যবহারে ভীতি সৃষ্টি করতে পারে।

হৃদরোগের বড় কারণ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

বাজে খাদ্যাভ্যাসের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি। গবেষকরা বলছেন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস হৃদরোগ হওয়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বব্যাপি হৃদরোগে মৃত্যুর দুই তৃতীয়াংশ কমানো সম্ভব শুধু স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলার মাধ্যমে।
‘ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নাল’ শীর্ষক সাময়িকীতে গবেষণাটি প্রকাশিত হয়। গবেষণার প্রধান, চিনের সেন্ট্রাল সাউথ ইউনিভার্সিটির গবেষক জিনইয়াও লিউ বলেন, “আমাদের পর্যালোচনা বলে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, উচ্চ রক্তচাপ এবং ‘হাই সেরাম কোলেস্টেরল’ এই তিনটি বিষয় হল ‘হার্ট অ্যাটাক’ ও ‘অ্যানজাইনা’তে মৃত্যুর সবচাইতে বড় কারণ। এই দুটি শারীরিক সমস্যাকে একত্রে বলা হয় ‘ইশচেমিক হার্ট ডিজিস’।”
১৯৯০ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ১৯৫টি দেশে হওয়া ‘গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ স্টাডি’ থেকে তথ্য নিয়ে এই গবেষণা করা হয়।
২০১৭ সালে ‘ইশচেমিক হার্ট ডিজিজ’ নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ কোটি ৬৫ লাখ। আর নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক কোটি ছয় লাখ।
‘ইশচেমিক হার্ট ডিজিজ’য়ে ২০১৭ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৯ লাখ, যা ওই বছরের মোট মৃতের সংখ্যার ১৬ শতাংশ। ১৯৯০ সালে মোট মৃতের সংখ্যার মধ্যে ‘ইশচেমিক হার্চ ডিজিজ’য়ে মৃত্যু ছিল ১২.৬ শতাংশ। গবেষণার অনুসন্ধানে ১১টি ‘রিস্ক ফ্যাক্টর’য়ের প্রভাব হিসেব করেন গবেষকরা। এই ‘রিস্ক ফ্যাক্টর’গুলো ছিল খাদ্যাভ্যাস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল, অতিমাত্রায় ‘প্লাজমা গ্লুকোজ’, তামাক সেবন, উচ্চমাত্রার ‘বডি ম্যাস ইনডেক্স’, বায়ুদূষণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, বৃক্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, ‘লেড এক্সপোজার’ এবং মদ্যপান। একটি ‘রিস্ক ফ্যাক্টর’ যদি পুরোপুরি নির্মূল করা যায়, তবে সম্ভাব্য মৃত্যুহারে কি প্রভাব পড়বে সেটাই মূলত দেখতে চেয়েছিলেন গবেষকরা।
দেখা যায়, অন্যান্য সকল ‘রিস্ক ফ্যাক্টর’য়ে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে, তবে শুধু স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতে পারলেই ‘ইশচেমিক হার্ট ডিজিস’য়ে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা সম্ভব ৬৯.২ শতাংশ।
অপরদিকে ‘সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার’ যদি ১১০-১১৫ এমএমএইচজি এর মধ্যে রাখা যায় তবে ‘ইশচেমিক হার্ট ডিজিস’য়ের মৃত্যুর হার কমে আসবে ৫৪.৪ শতাংশ। ‘ইশচেমিক হার্ট ডিজিস’য়ের ‘রিস্ক ফ্যাক্টর’য়ের তালিকায় তামাক সেবনের অবস্থান শীর্ষ চতুর্থ স্থানে। তবে তা শুধু পুরুষের জন্য। নারীদের ক্ষেত্রে তা সপ্তম।

বহুমুখী মাস্ক ব্যবহারের উপকারিতা

ত্বকের যত্নে বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি বিভিন্ন মাস্ক একবারে ব্যবহার করা যায়।
এই পদ্ধতির নাম ‘মাল্টি-মাস্কিং’। যা একই সঙ্গে ত্বকের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করে ও ত্বক ভালো রাখে।
রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বকে ‘মাল্টি মাস্কিং’য়ের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।
‘মাল্টি-মাস্কিং’ অর্থ হল একই সময়ে মুখের বিভিন্ন অংশে তার প্রয়োজন বুঝে ভিন্ন ভিন্ন মাস্ক ব্যবহার।
দ্রুত উপকার পেতে মুখের তৈলাক্ত অংশে ‘অয়েল-কন্টোল’ মাস্ক, শুষ্ক অংশে ‘হাইড্রেইটিং মাস্ক’ এবং ময়লা দূর ও গভীর থেকে ত্বক পরিষ্কার করতে ‘ডিপ ক্লিনিং মাস্ক’ ব্যবহার করতে পারেন।
এই পদ্ধতিতে মাস্ক ব্যবহারের সুবিধা হল একই সময়ে একাধিক ত্বকের সমস্যা দূর করার পাশাপাশি নিজের পছন্দ মতো ত্বক উপযোগী সবচেয়ে ভালো মাস্ক ব্যবহার করা যায়। বহুমুখী মাস্কের উপকারিতা
মুখের ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট সমস্যাকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা মাস্ক ব্যবহার করা হয়। এটা ত্বকের জন্য উপযুক্ত কিনা তা চিন্তা না করেই নিশ্চিন্তে ও আরামদায়কভাবে ব্যবহার করতে পারেন।
ত্বক মিশ্র হলে, তৈলাক্ত অংশ বা টি-জোনে ‘অয়েল কন্টোল ফেইস মাস্ক’ ব্যবহার করতে পারেন।
এটা নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করে। থুতনির অংশ শুষ্ক হলে সারা মুখের পরিবর্তে সেখানে আর্দতা রক্ষাকারী মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন।
এটা দ্রুত ও কার্যকর উপায়ে সমস্যার সমাধান দেয়। এছাড়াও এটা ত্বকের কোনো ক্ষতি করে না বা ত্বকের কোনো সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলেনা। বরং বেশি কার্যকর ফলাফল পেতে সহায়তা করে। বিবেচ্য বিষয় মাস্ক বাছাই করার আগে ত্বকের ধরন ও এর প্রয়োজন বুঝে নিতে হবে। এছাড়াও যে পণ্যটি ব্যবহার করছেন তার উপাদানগুলো সম্পর্কে জেনে ব্যবহার করা উচিত। ত্বক এক্সফলিয়েট করার সঠিক উপায়
পরিষ্কার ত্বকের জন্য এক্সফলিয়েট করা আবশ্যক। এতে ত্বকের ময়লা ও জীবাণু গভীতর থেকে দূর হয়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বক সঠিকভাবে এক্সফলিয়েট করার উপায় সম্পর্কে

জানানো হল।
ভারতের ‘ডা. নিবেদিতা দাদু’স ডার্মাটোলজিস্ট ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠাতা ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. নিবেদিতা দাদু রূপচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, “এক্সফললেট করতে আঙ্গুল ভিজিয়ে নিন এবং আলতোভাবে ত্বক মালিশ করুন। আঙ্গুল গোলাকারভাবে আলতো চাপ দিয়ে মুখে মালিশ করুন। স্ক্রাব করার সময় খেয়াল রাখুন যেন নাকের চারপাশ ও কপালের চারপাশ ভালো মতো স্ক্রাব করা হয়। কারণ এই অংশগুলোতেই ময়লা বেশি জমে থাকে।” সারা শরীর এক্সফলিয়েট করার সময়
ভারতের ত্বক ও নান্দনিক চিকিৎসক ডা. অজয় রানা বলেন, “কতবার ত্বক এক্সফলিয়েট করতে হবে তা নির্ভর করে ত্বকের ধরন ও কী দিয়ে এক্সফলিয়েট করা হচ্ছে তার ওপর। কিছু রাসায়নিক এক্সফলিয়েটর অনেক শক্তিশালী হয়ে থাকে। তবে সাধারণত, শুষ্ক ত্বকের জন্য সপ্তাহে দুএকবার ত্বক এক্সফলিয়েট করা যথেষ্ট।
ত্বক তৈলাক্ত হলে তা মাঝে মধ্যেই এক্সফলিয়েট করা প্রয়োজন। তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন অতিরিক্ত না হয়। এতে ত্বকে লালচেভাব ও জ্বলুনি হতে পারে। তাই ত্বকের ধরন বুঝে এক্সফলিয়েট করতে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
সবচেয়ে ভালো এক্সফলিয়েট চাইলে প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক যে কোনো ধরনের এক্সফলিয়েটর ব্যবহার করা যায়। রাসায়নিক এক্সফলিয়েটরে অ্যাসিড বা এনজাইম থাকে যা ত্বকের কোষকে নিজে থেকেই দ্রবীভূত হতে সহায়তা করে। রাসায়নিক এক্সফলিয়েটর যেমন- স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, গ্লাইকোলিক অ্যাসিড, ফলের এনজাইম, সিট্রিক অ্যাসিড বা ম্যালিক অ্যাসিড ব্যবহার করুন। ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শের ভিত্তিতে এই রাসায়নিক এক্সফলিয়েটরগুলো উচ্চ বা কম ঘনত্বের ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন।
এছাড়া প্রাকৃতিক কিছু এক্সফলিয়েটর যেমন- মিহি চিনি, কফির গুঁড়া, বাদামের গুঁড়া, ওটমিল, মিহি সামদ্রিক লবণ ও দারুচিনি ব্যবহার করা যায়।
মিহি দানার এক্সফলিয়েটর ব্যবহার করা উচিত। মুখের ত্বক শরীরের অন্যান্য অংশের ত্বকের চেয়ে আলাদা হয়। তাই এর সঙ্গে মানানসই স্ক্রাব ব্যবহার করতে হয়। মুখের ত্বকের জন্য সামদ্রিক লবণ, চিনির গুঁড়া বা কফি ভালো বিকল্প নয়। ডা. রানার পরামর্শ দেন, “মুখের ত্বকের জন্য প্রাকৃতিক এক্সফলিয়েটর হিসেবে বেইকিং সোডা, ওটমিল গুঁড়া, দারুচিনি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।”

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO:16/EE-JRN/2020-21
Dated: 19/10/2020
The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:

SL.NO	Name of the Work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of tender paper	Time for completion	Last date for receipt of application	Last date for Issue of tender Documents	Palce of sale & receipt of tender documents	Time and date dor dropping of tender
1.	Hiring of 01 (one) no vehicle Maruti Eco along with driver for 06(Six) Months for office of the Executive Engineer, DWS Store Division, Nandanagar during the year 2020-21. DNIT No: 02/EE/DWS/SD/AGT/2020-21	₹ 1,51,800.00	₹ 1518.00	₹ 1,000.00	06 (six) Month	Up to 4.00 P.M. on 31/10/2020	Up to 4.00 PM on 03/11/2020	O/o the Executive Engineer, D.W.S. Store Division Nandannagar & O/o the Ececutive Engineer, DWS Division, Agartla Tripura & O/o the Executive Engineer, DWS Division Bishalgarh Sepahijala Tripura	Up to 3.00 p.m On 05/11/2020
2.	Hiring of 01 (one) no vehicle Maruti Eco along with driver for 06(Six) Months for effice of the Assistant Engineer, DWS Store Sub-Division, Nandanagar during the year 2020-21. DNIT No: 03/EE/DWS/SD/AGT/2020-21	₹ 1,51,800.00	₹ 1518.00	₹ 1,000.00	06 (six) Month				

All details can be seen in the office of the undersigned
For and on behalf of the Governor of Tripura
ICA/C-1902/2020-21
Sd/-Illegible
Executive Engineer
DWS Store Division, Nandannagar

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO:16/EE-JRN/2020-21
Dated: 19/10/2020
The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:

SL.NO	Name of the Work	Estimated cost	Earnest Money	Tender fee	Time for completion	Last date and time for document downloading g and tendering	Time and date of opening of tender	Document downloading g and tendering application	Class of tenderer
1.	"Mtc. of road from Jirania Block Tilla to NIT road via Bankimnagar / SH: Mtc of Base Sub-base and Bituminous layer(2nd Call)." DNIT No. 08/R/DNIE-T/SE-IV/PWDR2B)2020-2021	₹ 40,92,012.00	₹ 40,920.00	₹ 1,000.00	06 (six) Month	Up to 15:00 Hrs on 11/11/2020	At 15:30 Hrs on 11/11/2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Calss
2.	"Mtc. of road from Jirania Block Tilla to NIT road via Bankimnagar / SH: Mtc of Base Sub-base and Bituminous layer(2nd Call)." DNIT No. 08/R/DNIE-T/SE-IV/PWDR2B)2020-2021	₹ 29,57,855.00	₹ 29,579.00	₹ 1,000.00	06 (six) Month				

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f **20/10/2020 to 11/11/2020** and last date of downloading and submission of bid is **11/11/2020 upto 3.00 pm.**
Submission of Tenders physically is not permitted.
For and on behalf of the Governor of Tripura
ICA/C-1912/2020-21
Sd/-Illegible
ExecutiveEngineer
Jirania Division, FWD(R&B)
Jirania, West Tripura
eejirania@gmail.com

আগরতলা ছাত্রবন্ধু ক্লাবের পূজা প্যান্ডেল। ছবি- নিজস্ব।

পর্যটকদের জন্য কাজিরঙার গেট খুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

কাজিরঙা (অসম), ২১ অক্টোবর (হি.স.) : পর্যটকদের জন্য কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের গেট আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বুধবার দুপুরে জাতীয় উদ্যানের কোহরা বনাঞ্চলের মিহিমুখের প্রবেশদ্বারে প্রদীপ জ্বালিয়ে, নারিকেল ভেঙে, ফিতে কাটেন মুখ্যমন্ত্রী। গেট খুলে সপার্ষদ জিপে চড়ে ঘুরেছেন সনোয়াল। দেশ বিদেশের পর্যটকদের জন্য উদ্যানের গেট খুলে দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। তিনি বলেন, অতিমারি কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন লকডাউনের পর জাতীয় উদ্যান দেশ বিদেশের পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল। এবার রাজ্যের পর্যটন শিল্প আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। কাজিরঙায় জিপ সাফারি তথা অন্যান্য পর্যটনের কাজের সঙ্গে জড়িত যুব প্রজন্ম অর্থ উপার্জনের সুবিধে পাবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। উদ্যানে জিপ সাফারির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্যান সংলগ্ন পাঁচটি জেলা তথা কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের আশপাশে বাসিন্দারা যাতে পর্যটকদের আতিথ্য পরিষেবা দেন তার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বুধবার থেকে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের কোহরা এবং বাগরি রেঞ্জে জিপ সাফারি শুরু হয়েছে। উদ্যানের বাকি দুটো রেঞ্জ নভেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। পর্যটন শিল্পের বিশেষ আকর্ষণ হাতি সাফারি পয়লা নভেম্বর থেকে চালু হবে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী তথা বোকাখাতের বিধায়ক অতুল বরা, জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (বন্যপ্রাণী) অফিসার এএম সিং ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন আজকের অনুষ্ঠানে।

বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। ভালো সম্ভাবনা থাকায় দণি এশিয়া জুড়ে বিশেষত বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার রাতে মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টিফেন ই বিগান টেলিফোনে এক ব্রিফিংয়ে বলেন, আমরা দণি এশিয়া জুড়ে বিশেষত ভারত এবং বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর করার বাস্তব সম্ভাবনার এক মুহূর্তে রয়েছি। উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী বিগান বলেন যে তার সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ও ভারত সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সাথে ধারাবাহিক যোগাযোগের অংশ ছিল।তিনি বলেন,এবং এটি এমন যা আপনি আগামী কয়েক সপ্তাহ এবং কয়েক মাস ধরে অগ্রসর হতে দেখবেন। মার্কিন নির্বাচন নিয়ে বিগান বলেন, নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এই দুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দণি এশিয়ার অংশীদারদের মধ্যে সম্পর্কেরে ত্রে পরিবর্তন হবে না।তিনি বলেন, এটি অবশ্যই একটি কাজ যাতে আমি অংশ হতে পেরে খুশি এবং আমি আমাদের পরবর্তী কাজের জন্য খুব আগ্রহী। বিগান সপ্তাহব্যাপী দিল্লি ও ঢাকায় সফর শেষে শনিবার রাতে ওয়াশিংটনে ফিরে যান। তিনি বলেন,উভয় দেশের সরকারের সাথে অসাধারণ উষ্ণ এবং গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে এবং এটি আমাকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী করে তোলে যে এই উভয় দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের জন্য অপো করছে। বিগান বলেন, তার বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনা করা ও গভীর করা এবং তারা কীভাবে জনগণের মধ্যে সহযোগিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে তার জন্য একটি পথ নির্ধারণ করা, বিশেষত বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং চিকিৎসাসহ সরকারি আগ্রহের বিভিন্নে ত্রে। তার সফরের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (আইপিএস) সম্পর্কিত পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়ে আলোচনা, করোনা মোকাবিলা ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব ও যৌথ সহযোগিতা নিয়ে। বিগান জানান, বাংলাদেশে তারা কোভিড-১৯ এ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাসহ সম্পর্কের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন।

হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত পুজো উদ্যক্তাদের

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.): দুর্গাপুজোর পুনর্বিবেচনার আর্জির শুনানিতে দুর্গাপুজোর রায়ে সামান্য বদল করল কলকাতা হাইকোর্ট। আর এই নতুন রায়কেও স্বাগত জানালো পুজো উদ্যক্তারা। যদিও মণ্ডপে দর্শনার্থী প্রবেশ নিয়ে যে রায় দিয়েছিল হাইকোর্ট তাই বহাল রেখেছে। তার কোনও পরিবর্তন হবে না বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এদিন পূর্ববর্তী অর্থাৎ সোমবারের রায়ে আংশিক পরিবর্তন করে আদালত জানায়, বড় পুজোয় মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশের জন্য পুজো কমিটির সদস্য ও ঢাকি-সহ ৬০ জনের নামের তালিকা বানানো যাবে। তবে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৪৫ জন থাকতে পারবেন মণ্ডপের ভিতরে। ছোটপুজোর মণ্ডপে ৩০ জনের তালিকা তৈরি করা যাবে। তবে এক সঙ্গে সর্বোচ্চ থাকতে পারবেন ১৫ জন। প্রতিদিন সকাল আটটার মধ্যেই মণ্ডপের সামনে টাঙাতে হবে এই তালিকা। প্রতিদিন তা আপডেটও করতে হবে। যদিও বুধবার কিছুটা ছাড় দিয়ে, কার্যত আগের রায়ই বহাল রেখেছেন দুই বিচারপতি। অর্থাৎ, এ বছর দর্শকশূন্যই থাকবে দূর্গাপুজো মণ্ডপ। অনুমতি নেয় সিঁদুর খেলাতেও। তবে দর্শকরা না-ঢুকতে পারলেও নো এন্টি জোনে থাকতে পারবেন ঢাকিরা। তবে তাঁরা মণ্ডপের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। মাস্ক পরার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্বের নিয়মবিধি মেনে চলতে হবে তাঁদের।

প্রতি বছরের পুজোর মতন এ বছর পুজোর আমেজ কোথাও হলে একটু আলাদা। প্রতিটি দর্শনার্থীকে সুরক্ষা দিতে এবং পাশাপাশি পুজো কমিটির প্রতিটি সদস্যকে সুরক্ষা দিতে রাখা হয়েছে নানা বিধিনিষেধ। উত্তর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের পুজোমণ্ডপ সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। আদালতের নিরদেশ মত মণ্ডপ থাকবে দর্শকশুন্য। সাধারণ দর্শনার্থীদের সুরক্ষার জন্য তাঁরা মণ্ডপের প্রবেশদ্বারের সামনেই স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রতিটি দর্শনার্থীর জন্য মাস্ক পরা আবশ্যক করা হয়েছে। দেবীপ্রতিমা দর্শনেও ভিড় এড়ানোর জন্য কমিটির সদস্যরা সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন।

উত্তর কলকাতার বারোয়ারি পুজোর মধ্যে অন্যতম এই আহিরীটোলা সর্বজনীন। তবে এ বছর এই পুজোমণ্ডপেও থাকছে নানা বিধিনিষেধ। পুজোর কমিটির অন্যতম সম্পাদক সঞ্জয় চন্দ্র জানালেন, এ বছর সাধারণ দর্শনার্থীদের মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের দূর থেকেই দেবীপ্রতিমা দর্শন করতে হবে এবং অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে স্যানিটাইজারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে বলে জানালেন আহিরীটোলা সর্বজনীনের সদস্যরা।

এদিকে বাগবাজার সর্বজনীন থেকে শুরু করে কুমোরটুলি সর্বজনীন, সর্বত্রই দেখা গেল বিভিন্ন সুরক্ষাবিধির ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। করোনাভাইরাসের কারণে মহোৎসব উদযাপনে নানা রকমের নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও পুজোর আনন্দ সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন বাঙালিরা।

বিজেপিকে আত্মসমীক্ষা করে দেখার পরামর্শ উদ্ধবের

মুম্বই, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছে পুরনো সঙ্গীরা। বিজেপি কাছে পরিস্থিতি যথেষ্ট চিন্তাজনক। বিজেপির উচিত আত্মসমীক্ষা করে দেখা।

প্রবল বর্ষণে বিধ্বস্ত মহারাষ্ট্রের ওসামাবাদে দুর্গত এলাকাগুলি পরিদর্শন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, একনাথ খাডসে বিজেপির অন্যতম দক্ষ সংগঠক ছিলেন। এখন উনি মহা বিকাশ আখারি জোটে নিজেকে যুক্ত করতে চান। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে খাডসের এক পৃথক পরিচয় রয়েছে। তাকে মহাবিকাশ আখারি জোটে স্বাগত জানাই। কিন্তু বিজেপির পুরনো নেতারা দল থেকে নিজেদেরকে আলাদা করছেন কেন। পুরনো সঙ্গী সাথীরা যারা বিজেপিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা কেন আজ গেরুয়া শিবিরের হাত ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। বিজেপির নিজের আত্মসমীক্ষা করে দেখা উচিত। বিজেপির শাখা যতই বৃদ্ধি পাক না কেন যদি ভিত্তি নড়বড়ে থাকে তবে তা যেকোন দলের কাছে চিন্তাজনক। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বালাসাহেব থরাট জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে বিজেপিকে প্রাসঙ্গিক এবং ক্ষমতাশালী করার পেছনে একনাথ খা ডসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে

বিজেপি-ব পুজো, মোদীর ভার্চুয়াল উদ্বোধন, ব্যস্ততা তুঙ্গে ইজেডসিসি-তে

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে (ইজেডসিসি) বিজেপি-র পুজো নিয়ে এই মুহূর্তে টানটান উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে যার উদ্বোধন করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যে মণ্ডপ চত্বরে তুঙ্গে গেরুয়া শিবিরের প্রস্তুতি।

কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রীদের ছত্রছায়ায় পশ্চিমবঙ্গে অনেক পুজো হয়। তবে, কোনও রাজনৈতিক দলের দুর্গাপুজো এ বছর প্রথম দেখবে কলকাতা। ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা মানা হবে জানিয়েও উদ্যোক্তারা আকর্ষণের কোনও খামতি রাখছেন না। মঙ্গলবার ইজেডসিসি-তে প্রস্তুতির কাজ দেখতে যান বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি প্রতাপ ব্যানার্জী। এদিন দুপুরে যাচ্ছেন দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, জাতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়, জাতীয় সম্পাদক অরবিন্দ মেনন। পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন দেখানোর বিষয়টিখতিয়ে দেখতে আজআর এক রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী যাচ্ছেন মালদায়।

ভারতকে সামরিক ভাবে চাপে রাখতে চাইছে চিন, দাবি মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : সীমান্তে সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে ভারতকে চাপে রাখতে চাইছে চিন বলে দাবি করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব মার্ক এসপার। আগামী সপ্তাহে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা এবং বিদেশমন্ত্রকের দুই প্লাস দুই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর ঠিক আগেই মার্ক এসপারের এমন মন্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করল বলে মনে করছে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এক কার্যক্রমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মার্ক এসপার জানিয়েছেন, ভারত প্রত্যেকদিন হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ করে এলএসিতে চিনা আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়ে চলেছে। ওই অঞ্চলের অন্যান্য একাধিক দেশও এই সমস্যার সম্মুখীন। কয়েকটা অঞ্চলে চিন অতি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। আবার অন্যত্র চিনের অবস্থান এবং পরবর্তী পদক্ষেপ বোঝা যাচ্ছে না। কয়েকটি দেশের ওপর চীন রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারতের ওপর চিন সামরিক চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ সচিব মাইক পম্পেই দাবি করেছিলেন যে চিন এলএসির কাছে ৬০ হাজার সেনা জওয়ান মোতায়েন করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ২৬ এবং ২৭ অক্টোবর ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মধ্যে দুই প্লাস দুই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

এনএসসিএন (আইএম)-এর গুলি-হামলা, অরুণাচল প্রদেশে শহিদ আসাম রাইফলসের জওয়ান

ইটানগর, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : সন্দেহভাজন নাগা জঙ্গি সংগঠন ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড-এর ইশাক-মুইভা গোষ্ঠী (এনএসসিএন-আইএম)-র অতর্কিত হামলায় শহিদ হয়েছেন আধাসেনা আসাম রাইফেলসের এক জওয়ান। ঘটনা বুধবার অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার অন্তর্গত সানলিয়াম গ্রামে সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সনলিয়াম গ্রামে এনএসসিএন-এর ১৫ থেকে ২০ জনের এক দল ঘাঁটি গেড়েছে বলে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আজ সকালের দিকে জঙ্গি বিরোধী অভিযান চালিয়েছিল আসাম রাইফেলস। অভিযান তীব্র করলে ঘন জঙ্গল থেকে আতর্কিতে আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করতে থাকে জঙ্গিরা। জবাবে পালটা গুলি ছুঁড়তে থাকে আধাসেনাও। কিন্তু জঙ্গিদের গুলিতে বিদ্ধ হন এক জওয়ান। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সেনা হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। শহিদ জওয়ানের নাম জানা যায়নি।

এদিকে, ঘটনার পর জেলা সদরের ছাউনি থেকে অতিরিক্ত বাহিনী গিয়ে অকুস্থল সনলিয়াম গ্রামে হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযান আরও তীব্র করে তুলেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ অক্টোবর রাজ্যের লংডিং জেলার ওয়াখা এবং সংখোর মধ্যবর্তী লংকাই গ্রামে আসাম রাইফেলসের গুলিতে ধরাশায়ী হয়েছিল নাগা জঙ্গি সংগঠন ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড-এর খাপলাং গোষ্ঠীর শীর্ষ সশস্ত্র ক্যাডার স্বঘোষিত সার্জেন্ট মেজর গানজন ওয়াংসা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের তিরাপ জেলার বগাপানি এলাকায় ২০১৯ সালের ২১ মে স্থানীয় বিধায়ক তিরং আবো এবং তাঁর ছেলে সহ মোট ১১ জনকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল সন্দেহভাজন জঙ্গিরা। ওই ঘটনা এনএসসিএন (আইএম) সংগঠিত করেছে বলে দাবি করেছে তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ইতিমধ্যে সেদিনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত এনএসসিএন-এর চার ক্যাডারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে এনআইএ।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে টেলিফোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে করোনা পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বচ্ছতা, উন্নয়ন ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং করোনা উত্তর পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা যৌথভাবে মোকাবিলা করার জন্য দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনে এইসব বিষয়ে আরো বিস্তারে দুই নেতা কথা বলবে এবং ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দুই নেতা এগিয়ে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

দুর্গোৎসবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাছাড়ের বিভিন্ন এলাকায় নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট

শিলচর (অসম), ২১ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলায় আসন্ন দুর্গোৎসবের দিনগুলিকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২২ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত করেছেন। যে সকল অঞ্চলে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে সেগুলো যথাক্রমে শিলচর সদর থানা এলাকায় সার্কল অফিসার ডি পাঠক (মোবাইল নম্বর ৯১০১৩২৩৭৭০), ইলেকশন অফিসার নবনীতা হাজরিকা (৯৫০৮৫০৫২২৯), সার্কল অফিসার আরএ সিলেট (৮৮১১৮৩১৯৪২), উধারবন্দ এবং বড়খলা পুলিশ স্টেশন এলাকায় সার্কল অফিসার জয়ন্ত চক্রবর্তী (৮৪৭৪৮৪৮৮৪৫), সার্কল অফিসার অদিতি নুনিসা (৮৪৭১৮১২৬৬০), সোনাই, কচুদরম এবং ধলাই পুলিশ স্টেশন এলাকায় সার্কল অফিসার সুদীপ নাথ (৯৫৭৭৩৮১৬১১) ও সার্কল অফিসার নিকুঞ্জ কুমার দাস (৮৭২৩৯৮৯৯২৩) এবং কাটিগড়া পুলিশ স্টেশন এলাকায় সার্কল অফিসার প্রাঞ্জিত কুমার দেব (৮৪৭১৯০৫৯৫৩) এবং সার্কল অফিসার কেমনেইনেম সাংসন (৯১২৭৩৬৫৫৭৫)।

শিলচর ডিডিএমএ কার্যালয়ের প্রজেক্ট অফিসার শামিম আহমেদ লস্কর এ উপলক্ষ্যে স্থাপিত কন্টোল রুমের দায়িত্বে থাকবেন। এই কন্টোল রুমের নম্বর ০৩৮৪২-২৩৯২৪৯ এবং ১০৭৭ (টোল ফ্রি)। কাছাড় জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক দায়িত্বে থাকবেন জেলার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব রায়। সরকারিভাবে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ডিসেম্বরে চালু হতে পারে চিলাহাটি হলদিবাড়ি রেললাইন

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২১।। বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম সুজনের সঙ্গে সৌজন্য স্যাাৎ করেছেন নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী। বুধবার (২১ অক্টোবর) রেলভবনে মন্ত্রীর দফতরে স্যাাৎ করেন তিনি। স্যাাৎকালে ভারতের অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলমান প্রকল্পসহ দুই দেশের রেলসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার শুরুতেই চিলাহাটি-হলদিবাড়ি নতুন লাইন উদ্বোধন ও ট্রেন চালানোর বিষয়ে কথা হয়। রেলমন্ত্রী ভারতীয় হাইকমিশনারকে জানান, আগামী ডিসেম্বরে বিজয় দিবস উপলে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী নতুন আন্তঃ দেশীয় রেল যোগাযোগ উদ্বোধন করবেন। শুরুতে পণ্যবাহী ট্রেন চলবে। এছাড়া আগামী বছরের ২৬ মার্চ উপলে ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত একটি যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর বিষয়ে পরিকল্পনা রয়েছে। নুরুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু রেলসেতুর কাজ আগামী মাসে শুরু হবে। এ সেতুটি নির্মিত হলে দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। এছাড়া মিটার গেজ লাইনকে পর্যায়ক্রমে ডুয়েল গেজে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে রেলওয়েতে অনেক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প চালু হলে ভারতীয় ট্রেন যশোরের বেনাপোল থেকে সহজে ও কম সময়ে পণ্য এবং যাত্রী ঢাকায় পরিবহন করা সম্ভব হবে। সিরাজগঞ্জে একটি কনটেইনার টার্মিনাল ডিপো নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং জানানো হয়, এ আইসিডি নির্মিত হলে পণ্য পরিবহন খুব সহজ হবে। এছাড়া সৈয়দপুর একটি নতুন কোচ তৈরির কারখানা নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় রেলমন্ত্রী জানান, ভারতের আদলে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কনসালটেন্সি বিষয়ে একটি বিভাগ করা হবে। ভারতীয় হাইকমিশনার এ সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ক্যাটারিং সার্ভিস এবং ট্রেনিং একাডেমি উন্নয়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। রেলমন্ত্রী বাংলাদেশের রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভারতে ট্রেনিং করার বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন। স্যাাৎকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. শামসুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

ভুল করেও নীতীশ যদি নির্বাচনে জয়ী হন, তাহলে বিহার হেরে যাবে : চিরাগ

পাটনা, ২১ অক্টোবর (হি.স.): লোক জনশক্তি পার্টির মূল লক্ষ্য হল-"বিহার প্রথমে এবং বিহারীরাই সর্বাগ্রে"। বুধবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করার পর জানিয়ে দিলেন লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান চিরাগ পাসোয়ান। একইসঙ্গে চিরাগ জানিয়েছেন, 'ভুল করেও যদি এবারের নির্বাচনে নীতীশ কুমার জয়ী হন, তাহলে বিহার হেরে যাবে।'''' বুধবার পাটনায় সাংবাদিক সম্মেলনে, নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করার পর চিরাগ পাসোয়ান জানিয়েছেন, 'বিহার প্রথমে এবং বিহারীরাই সর্বাগ্রে-এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলাম আমরা, বিহারের জনগণ যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে তীব্র সমালোচনা করে রামবিলাস পাসোয়ানের পুত্র চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, "ভুল করেও যদি এবারের নির্বাচনে নীতীশ কুমার জয়ী হন, তাহলে বিহার হেরে যাবে। আমাদের রাজ্য পুনরায় ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।" চিরাগ আরও বলেন, "বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে আমি সত্যি আশ্চর্য হই, তিনি কীভাবে জাতিসত্তাকে প্ররোচনা দেন। যে ব্যক্তি নিজেই সাম্প্রদায়িকতাকে প্ররোচনা দেন, তাঁর নেতৃত্বে বিহারের উন্নয়নের চিন্তা করা মোটেও উচিত নয়।"

প্রসঙ্গত, এলজেপি ছাড়াও এদিন পাটনায় সাংবাদিক সম্মেলনে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা, রাজ বব্বর প্রমুখের উপস্থিতিতে প্রকাশিত হয় কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার। নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করার পর কংগ্রেস নেতা শক্তিসিনহ গোহিল জানিয়েছেন, আমরা যদি বিহারে ক্ষমতায় আসি তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন প্রত্যাখ্যান করা হবে, ঠিক যেমনটা পঞ্জাবে করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ১,৯৩১ জন, ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ১,১৮১

ভুবনেশ্বর, ২১ অক্টোবর (হি.স.): ওড়িশায় ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৩১ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় করোনা কেড়ে নিয়েছে আরও ১৩ জনের প্রাণ। ফলে ওড়িশায় করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-২,৭৪,১৮১ এবং ১, ১৮১। বুধবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১,৯৩১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২, ৭৪,১৮১। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২০,৭৫০ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২, ৫২,১৯৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,১৮১-এ পৌঁছেছে।

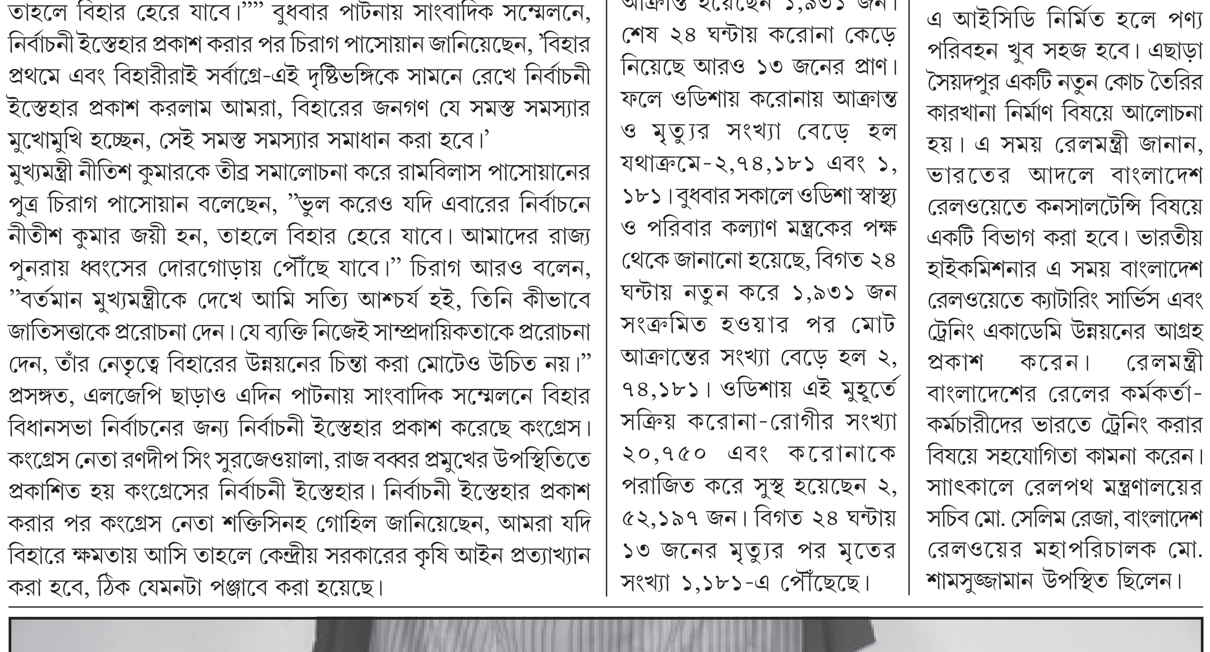

বুধবার অগরতলা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আইপিএফটির নেতৃত্বরা। ছবি- নিজস্ব।

২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত হলেন ৪০৬৯ জন

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.): পুজোর আগেই গতকাল দৈনিক সংক্রমনের সীমা চার হাজারের পেরিয়েছে। সেই ধারা বজায় রেখে ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত হলেন ৪০৬৯ জন। যা এ পর্যন্ত দৈনিক সংক্রমণে রেকর্ড। পুজোর আগে কিভাবে সংক্রমণ বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজ্যবাসীর। উৎসবের মরসুমে যদি লাগাম টানা যায় সেক্ষেত্রে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা আরো হুহু করে বৃদ্ধি পাবে তা বলার অবকাশ রাখে না।

এদিকে সংক্রমণ বাড়ার পাশাপাশি গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৫৯৬জন। মৃত্যু হয়েছে ৬৪ জনের। এদিকে ফের বেড়েছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.০৮শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। বুধবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই। এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫হাজার ৫৭৯জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩লাখ ৩৩হাজার ১২৬জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৮১হাজার ৫৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৬০৫৬জনের। এদিকে ফের কমেছে রাজ্যে সুস্থতার হার। এখন রাজ্যে সুস্থতার হার ৮৭.৪৫ শতাংশ।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরেও রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। ৮৭৯ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতায়। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২হাজার ৩৪১টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৯৫জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৬২হাজার ৯০৭জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৯জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ২০৩৮জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭৩৯৬জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৭৯২জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ৫৯২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪১লাখ ২২হাজার ২৪৩টি। এখন রাজ্যে ৯২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

পুজোর মরশুমে মাস্ক পরতে সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রাখতে মাইকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : ঢাকের বাদ্যি গানের তাল বলে দিচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে হচ্ছে পুজো। বৃহস্পতিবার দেবীর বোধন। বুধবার পঞ্চমী। ইতিমধ্যেই পঞ্চমীতে রাস্তায় বেরিয়েছে শহরবাসী। কিন্তু করোনা আবহে যাতে কোনওভাবেই শহরবাসী মাস্ক পরে দূরত্ব বজায় রাখে তাই শহরের বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। পঞ্চমী থেকেই শহরবাসী মেতেছে পুজো মুডে। কেউ রাস্তায় বেরিয়েছে শেষ মুহূর্তের পুজোর কেনাকাটা করতে আবার কেউ প্যান্ডেল হপিং করতে। কিন্তু পুজো বলে কথা সেজেগুজে কি মাস্ক পরতে ইচ্ছা করে। তাই অনেকেই খুলে ফেলছে মাস্ক। অনেকেই সামাজিক দূরত্ব না মেনে গা ঘেষাঘেষি করে চলছে। আর তাই শহরবাসীকে সচেতন করতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে মাইকিং করছে কলকাতা পুলিশ। মাইকিং করে শহরবাসীকে মাস্ক খুলতে বারণ করছে কলকাতা পুলিশের তরফে। পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার কথা বলা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোদি-অমিতকে দুষে এনডিএ ছাড়লেন গুরুং ভূয়সী প্রশংসা মমতার

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) :বুধবার গোর্খাল্যান্ডের প্রবক্তা বিমল গুরুং কলকাতায় ঘোষণা করলেন এনডিএ ছাড়ছেন তাঁরা। আগামী বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়বে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা।

তিন বছর আত্মগোপনের পর আবারও পাহাড়ের রাজনীতিতে বড়সড় বদলের ইঙ্গিত দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা বিমল গুরুং। এদিন কলকাতার একটি নামী হোটেলে এক সাংবাদিক বৈঠকে রোশন গিরিকে পাশে নিয়ে বিমল জানিয়ে দিলেন তাঁরা এনডিএ তথা বিজেপির সঙ্গ ছাড়ছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরলেও তিনি পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি থেকে সরে আসছেন না বলে দাবি করেন গুরুং। এই সঙ্গে ঘোষণা করেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গেই জোট গড়ে লড়াই করবেন তাঁরা।

তবে, এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের তরফে বা রাজ্য সরকারের তরফে এবিষয়ে কিছুই ঘোষণা করা হয়নি। কাজেই জোট নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী হয় তা অবশ্যও দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে। পাহাড়ের সাংসদ রাজু বিস্ত বিজেপির সাংসদের অবস্থান এবং জিটিএ এখন যারা চালাচ্ছেন সেই বিনয় তামাং আর অনিল থাপার কী হবে এসব প্রশ্ন এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। গুরুং আর রোশন পাহাড়ে ফিরতে পারলে তামাং-থাপা জুটির রাজনৈতিক ভবিষ্যত কী হবে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন

গুরুংরা পুলিশের চোখের সামনে কীভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন, প্রশ্ন দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : কী করে ফেরারী বিমল গুরুংরা পুলিশের চোখের সামনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন, সেই প্রশ্ন তুললেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

গুরুং বুধবার কলকাতায় সপারিষদ এনডিএ-র পক্ষ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের অনুমান, তাঁর এই সিদ্ধান্তে আগামী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড় সহ ডুয়ার্সের রাজনীতিতে বড়সড় ধাক্কা খেতে চলেছে বিজেপি। দিলীপবাবু প্রশ্ন করেন, অমিতাভ মালিককে খুন করার জন্য রাজ্য সরকার ওনাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। সেই মামলায় রাষ্ট্রদোহি তকমা দেওয়া হয়েছে ওনাদের। এরপর কীভাবে ওঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তা ওনারা আর রাজ্য সরকারই বলতে পারবে।'

উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েক বছর ধরে গুরুংদের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কথা বলেছে সিকিমের সঙ্গেও। ২০১৭-র ১৩ অক্টোবর দার্জিলিংয়ের শিরুবাড়ির জঙ্গলে গুরুংয়ের সন্ধানে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। মোর্চা সমর্থকদের গুলিতে প্রাণ হারান দার্জিলিং সদর থানায় এসআই অমিতাভ মালিক। ওই ঘটনায় প্রবল আলোড়ণ হয়। এর পর গুরুং ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা দায়ের হয়।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি জানিয়েছেন, "আমরা গোর্খাল্যান্ড করে দেওয়ার কোনও প্রতিশ্রুতি দিইনি। ওনারা পাহাড়ে ফিরতে পারছিলেন না। আজ হাতে পায়ে ধরে তাঁরা ফিরেছেন। আমরা তো আর ওনার বিরুদ্ধে কোনও মামলা করতে যাইনি। যা মামলা হয়েছে রাজ্য সরকার করেছে। আজ ওনারা কী করে পুলিশের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রেস মিট করছেন তা ওনারা আর রাজ্য সরকারই বলতে পারবে।" দিলীপ ঘোষ এদিন আরও বলেন, ছত্রধর মাহাতোর স্টাইলে বিমল গুরুংকে রাজনীতিতে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। ক্ষমতার লোভে আত্মসমর্পণ করেছেন বিমল গুরুং।

তৃণমূল সূত্রের খবর, রাজনৈতিক এই পালা বদলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার এই তিন জেলার ১৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির পক্ষে জয়ের মুখ দেখা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়লো। তবে বিজেপি এটিকে এখনই গুরুত্ব দিতে রাজি নয়।'

পুজো দেখুন আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে, আর্জি সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দুর্গোৎসব ভয়ঙ্কর পরিনতি ঘটাতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে আবেদন জনগনকেও স্বাস্থ্য বিধি মানার আবেদন করল এসডিএফ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সজল বিশ্বাস জানান, গত প্রায় তিন মাস ধরে আমাদের দেশে করোনা সংক্রমণের হার উর্ধমুখী। প্রথম থেকেই কেন্দ এবং রাজ্য সরকার করোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য গোপন করেছে এবং তৈরি করা হয়েছে মিথ্যা তথ্য। তা সত্বেও যতটুকু তথ্য সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে দৈনিক সংক্রমণের দিক থেকে আমাদের দেশই শীর্ষ স্থানে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তো সংক্রমণের সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে।

দেশের অন্যত্র সংক্রমণের হার যাই দেখানো হোক না কেন- কেরলের ওনামের পরে সেখানকার সংক্রমণ প্রায় ৩২ গুণ বেড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে এখনও পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় অবাধ জমায়েত হতে দিলে করোনা সংক্রমণ এক ধাক্কায় বহুগুণ বাড়বে। আর আমাদের রাজ্যে দূগর্োৎসব তো অনেক বেশি জাঁকজমক পূর্ণ। ফলে এখানে ও বহুগুণ করোনা সংক্রমণ বাড়বে সেই আশঙ্কা থেকেই আমরা বারংবার মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের শীর্ষ স্থানীয় সকলকেই চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছি।

এই রাজ্য তথা দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অত্যন্ত শোচনীয়। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর বিরাট ঘাটতি রয়েছে। ফলে এরাজ্যেও চিকিৎসক/চিকিৎসাকর্মীরা টানা সাত আট মাস ডিউটি করে ক্লান্ত। আমরা এই মাসের ১২ তারিখে চিঠি লিখে তা মূখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। রাজ্যের ৬০ জনের বেশি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা গেছেন। ডাক্তারদের মধ্যে মৃত্যু হার সাধারণ মানুষের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

এই পরিস্থিতিতে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের রায় খুবই সদর্থক। এই রায় পালন করতে সরকার এবং প্রসাশনকে তৎপর এবং আরও সদর্থক ভূমিকা নিয়ে এই অতিমারীর সুনামী থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা আবারও আবেদন জানিয়েছি। আমরা অবাক হচ্ছি জনস্বার্থে এই রায়কে কার্যকর না করে সরকার এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাচ্ছে।

এই উৎসবকে উৎসবের নিয়মে চলতে দিলে যে সংখ্যক মানুষ একসাথে আক্রান্ত হবে এবং তাদের মধ্যে যত সংখ্যক মানুষের ভর্তি হবার প্রয়োজন হবে এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার শয্যা এবং ডাক্তার সহ লোকবল দরকার হবে তা রাজ্যে এবং দেশে নেই।'

আবেগটা যেন জীবন বিপন্ন করে না তোলে : আব্দুল মান্নান

দুর্গাপুর, ২১ অক্টোবর(হি.স.): আবেগ সব ধর্মেই আছে। পশ্চিমবঙ্গে উৎসবটা এখন মিলন উৎসব। বাঙালীদেরও আবেগ আছে। আবেগটা যেন জীবন বিপন্ন করে না তোলে।" বুধবার পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে দুর্গাপুজো মামলায় হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল মান্নান।

প্রসঙ্গত, বুধবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ দর্শক শূন্য রাখার রায় বহাল রাখে কলকাতা হাইকোর্ট। রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করলেও আগের দিনের রায়ে আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। এদিন মন্ডপে দর্শক ঢুকতে পারবে কি পারবে না তা নিয়ে দীর্ঘ সওয়াল জবাব চলে আদালতে। আদালত দুপক্ষের কথা ভালো ভাবে শোনে। এরপর নির্দেশে আদালত আরও জানিয়েছেন, করোনা বিধি মেনে নো এন্টি জোনে থাকতে পারবেন ঢাকিরা। এদিন আসানসোলে ঝটিকা সফরে যাওয়ার পথে পানাগড় দার্জিলিং মোড়ে ক্ষনিকের চা পানের বিশ্রাম নেয় কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল মান্নান। এদিন হাইকোর্টের রায় প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,' স্বাস্থ্য বিধি মেনে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে উৎসবটা এখন মিলন উৎসব। আবেগ সব ধর্মেই আছে। খৃষ্টানরা তাদের গুড-ফ্রাই ডে উৎসব বন্ধ করেছে। বৌদ্ধরা তাদের উৎসব বন্ধ করেছে। হজ পৃথিবীতে মুসলিমদের বড় উৎসব বন্ধ করেছে। বাঙালীদেরও আবেগ আছে। আবেগটা যেন জীবন বিপন্ন করে না তোলে। সবাইকে এরকম পরিস্থিতিতে সংযত হতে হয়েছে। আদালত সবদিক বিবেচনা করে রায় দিয়েছেন। সেই রায়কে স্বাগত।'

পুজোয় করোনা মোকাবিলায় বাড়তি রূপরেখা ঘোষণা করল নবান্ন

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : বিভিন্ন মহলের সতর্কতায় কলকাতা এলাকায় করোনা নিয়ন্ত্রণে বাড়তি ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই কাজ তদারকি করার জন্য রাজ্য সরকার স্বরাষ্ট্রসচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদিকে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নবান্নর এক বিবৃতিতে একথা জানিয়ে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির উপর দৈনন্দিন ভিত্তিতে নজর রজ্জখছেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিচ্ছেন। সেই অনুযায়ী স্বাস্থ্য ভবন নিয়মিত নিজেদের মেডিক্যাল নজরদারি উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

করোনা পজিটিভ রোগীদের চিকিৎসার জন্য যাদবপুরে অবস্থিত কে এস রায় টিবি হাসপাতাল টি পুরোপুরি করোনা হাসপাতাল করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ১৩০ টি বেড শুরু করা হবে। করোনা পজিটিভ রোগীদের চিকিৎসার জন্য বেড বাড়ানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকার আরও ২০০ ডাক্তার এবং ১৫০০ নার্সিং স্টাফ নিয়োগ শুরু করেছেন।

সংকটজনক অবস্থার করোনা পজিটিভ রোগীদের চিকিৎসায় অক্সিজেন থেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের পেশেন্টদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর ভেন্টিলেটরকে আপগ্রেড করে আরও নানা ভাবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছে। ভেন্টিলেটর মেশিনে হিউমিডিফায়ার যোগ করে এই ভেন্টিলেটর গুলোকে বাইপ্যাপ, এইচএফএনও এবং ইনভেসিভ ও নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গত ২০ অক্টোবর স্বাস্থ্য ভবন থেকে অনলাইনে রাজ্যের সমস্ত করোনা হাসপাতালের চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তারা স্বাস্থ্য ভবনে উপস্থিত ছিলেন এবং চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের সমস্ত করোনা হাসপাতালের চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের অনলাইনে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও, রাজ্যের সমস্ত করোনা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নজরদারি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই জন্য একটি ত্রিস্তরীয় নজরদারি ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় মেডিকেল কলেজ থেকে বিশেষজ্ঞ এবং রাজ্য স্তরের বিশেষজ্ঞরা সারা রাজ্যের কোভিড হাসপাতাল গুলি পরিদর্শন করছেন এবং সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদেরদের পরামর্শ দিচ্ছেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিকদের এক একটি হাসপাতালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দৈনন্দিন চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারে নজর রাখছেন।

চালকের

● প্রথম পাতার পর

তুলে নেয়। এই খবর চাউর হতেই সহ চালককে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয় এবং গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।এ ধরনের বিশ্বাসঘাতক এর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি উঠেছে।

মারধর

● প্রথম পাতার পর

ফলে এলাকার মানুষজন অতিষ্ঠ হয়ে পড়তে শুরু করেছেন।এলাকার শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থেই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলেন এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষজন মনে করেন।পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে আরক্ষা প্রশাসনকেই এজন্য দায়ী থাকতে হবে বলে তারা প্রকাশ্যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শিশুর

● প্রথম পাতার পর

উৎসব কে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষ যখন আনন্দ-উল্লাসে পরপর ঠিক সেই সময়ে নির্ভায়া পড়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় গোটা এলাকা শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহটি নিজের এলাকায় নিয়ে আসা হলে এলাকার মানুষ পড়েন। চোখের জলে এলাকাবাসী তাকে শেষ বিদায় জানান।

এসোসিয়েশন

● প্রথম পাতার পর

সীমিত। রাজ্যে সংক্রমণ বিস্তার লাভ করলে পরিষেবা প্রদান করা অসাধ্যকর হয়ে পড়বে। তাই সচেতনভাবে পুজার দিনগুলিতে ঘরে বসে আনন্দ উপভোগ করা, নয়তো পুজার একদিন দিনের বেলা দৈহিক দূরত্ব বজায় রেখে পুজা উপভোগ করুন। কাবণ রাজ্যে যদি এই ভাইরাস ভয়াবহ রূপ নেয় তাহলে পরিষেবা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে।

বুধবার আগরতলা প্রেস এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক রাজেশ চৌধুরি। তিনি এই দিন বর্তমান সরকারের কাছে দাবি জানান রাজ্যে সীমিত চিকিৎসক হওয়াতে গ্রামাঞ্চলে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকটা সমস্যা হচ্ছে। তাই ইতিমধ্যে রাজ্যে এডহক প্রক্রিয়ায় তিন শতাধিক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের দাবি জানান। এছাড়াও উপসিত ছিলেন ডাঃ কনক চৌধুরি।

প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। বামফ্রন্ট দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমতায় থেকে, ক্ষমতা হারিয়ে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের খুন করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা হতে দেওয়া হবে না বলে জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক শান্তনা দেবার সময় নিজে চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি । নিহত রাকেশ শর্মার বাবা ও এক ভাই এখনও গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি আরো জানান পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী অবগত আছেন। রাকেশের মৃত্যুতে উদয়পুর ও চন্দ্রপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দফতর

● প্রথম পাতার পর

সেপ্টেম্বর ১,৪২,৭৫৭ জন, ২ আগস্ট থেকে ২১ অক্টোবরের মধ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ৩,২৭,৩৬১ জন।

স্বাস্থ্য অধিকর্তা বলেন, করোনা আক্রান্তের পাশাপাশি কেরালায় ওই সময়ের মধ্যে মৃতের সংখ্যাও মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। কেরালায় ২ আগস্ট পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন। তা ২১ অক্টোবর পর্যন্ত বেড়ে হয়েছে ১২০৭ জন। উৎসবকে ঘিরে করোনা-র মারাত্মক প্রকোপ বৃদ্ধি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই দাবি করেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় দুর্গোৎসবকে ঘিরে এমনই পরিস্থিতি দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, পরিস্থিতি কেরালার মতো ভয়াবহ আকার নিলে ত্রিপুরাবাসী ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হবেন। তাই দুর্গোৎসবের আনন্দ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপভোগ করার আহ্বান রাখেন তিনি।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

নেওয়া হচ্ছে না বলেও বিভিন্ন মহলের অভিমত। সে কারণেই প্রতিনিয়ত এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।

রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।গোমতী জেলার কাকড়াবন থানা এলাকার পালাটানায় গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে এক ব্যক্তির গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজনকে খবর দিলে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দীর্ঘ সময় পর ঘটনাস্থলে আসে। তাতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা জনরোষের মুখে পড়েন। উত্তেজিত জনতা দমকল বাহিনীর গাড়িতে হামলা ভাঙচুর চালায়। উত্তেজিত জনতার আক্রমণে দমকল বাহিনীর গাড়ির চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। এ ব্যাপারে রাধাকিশোর পর থানায় দমকল বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসতে গিয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য দমকল বাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনা ঘটলে খবর পাওয়া মাত্রই দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেরি হয়। আর তাতেই জনরোষের মুখে পড়তে হয় দমকল বাহিনীর জওয়ানদের। কাকড়া বনের পালাটানায় এ ধরনের ঘটনাই সংগঠিত হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশি হস্তক্ষেপে স্থানীয় জনগণ শান্ত হয়।এলাকাবাসীর অভিযোগ দমকল বাহিনীর জওয়ানরা খবর পাওয়ার সাথে সাথে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে রোগীর অবস্থা এতটা গুরুত্ব আকার ধারণ করত না। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছার কারণেই ঘটনাস্থলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীকে বেশ কিছুক্ষণ পরে কাতরাতে হয়েছে।

শতাব্দী

● প্রথম পাতার পর

অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, তাঁর এই সাফল্য অনুপ্রেরণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতে শতাব্দী যেখানেই যান ত্রিপুরার নাম উজ্বল করবেন। মা ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে আমি তাঁর উজ্বল ভবিষ্যৎ কমনা করি। আমি ফোনে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি, টুইট করে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার যুব সম্প্রদায়ের কাছে শতাব্দী অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবেন। আমাদের রাজ্যের আরও এক তরুণ ধীমান চাকমাও সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শতাব্দীর এই অগ্রগতির ক্ষেত্রে খোয়াইয়ের জেলাশাসক সহ যে সমস্ত সরকারি আধিকারিকরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অক্টোবরে

● প্রথম পাতার পর

করোনাক্রান্তে মৃত্যু হয়েছিল। সেই তুলনায় এ-মাসে এখন পর্যন্ত ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩২৯ জেনে করোনাক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিজনদের সম্মান জানানো হয়। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় বীর জওয়ানদের আত্মবলিদান কখনও ব্যর্থ হবেনা বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের যেসব বীর জওয়ান তাদের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন রাজ্য সরকার সব সময় তাদের পরিবারের পাশে রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সারাদেশে সেনা, আধাসেনা এবং পুলিশ জওয়ানগণ যারা দেশের সেবা করতে গিয়ে শহীদ হন এই দিনটিতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ৰ্পন করা হয়। গত ২০১৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সেনা, আধাসেনা এবং পুলিশ জওয়ান সহ মোট ২৬৪ জন দেশের সেবায় শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। এরমধ্যে রাজ্যের ২ জন জওয়ানও রয়েছেন। আজ তাদের সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা ৰ্পন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

বাঁকুড়ার বৈচিত্র্যময় দুর্গাপুজো

২-এর পাতার পর

দূরবর্তী অতিরবাঁধ পুকুর থেকে স্নান করে ভক্তারা দণ্ডী কেটে গড়িয়ে মন্দিরে আসে। যারা দণ্ডী কেটে আসে তাদের বলা হয় পাটভক্ত। আর যাার গাড়িয়ে আসে তাদের বলে গড়গড়ি ভক্তা। কেউ কেউ আবার মাথায় মাটির সরাতে আগুন জ্বালিয়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে আসে। এদের অবশ্য মামসিক থাকে। এই পর্ব খ্যান বা সন্ধিপুজোর আগে সমাপ্ত হয়। সনিঝপুজোর পর হয় আখ বলি। চারটি করে আখ একসঙ্গে বেঁধে তিন জায়গায় বলি দেওয়া হয়। এছাড়া চালকুমড়ো, কাগজি লেবু, শসাও বলি দেওয়া হয়। বিঝযা দশমীর দিন হয় অন্নপূর্ণার ভোগ। প্রায় দশ হাজার লোক এই ভোগ গ্রহণ করে। এই অন্নপূর্ণা ভোগের জন্য লক্ষ্মীসাগরের পুজো খুব বিখ্যাত। পূজোতে প্রতিদিন কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্টান যেমন আবৃত্তি, ছড়া, কৌতুক, যাত্রা, নাটক, ঝুমুর ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটা পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

লক্ষ্মীসাগর গ্রামে পোদ্দার পরিবারের বাস করে। এই পোদ্দার পরিবাররা বিগত কুড়ি বছর ধরে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছেন। এখানেও অষ্টমীর দিন গাজনের আচার পালন কার হয়। তবে ভক্তা সংখ্যা হয় কম। এটি অতির বাঁধ থেকে ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

াঙ্গন

দ. আফ্রিকা সফরের অনুমতি পেল ইংল্যান্ড

সরকারের অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি বুধবার এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা।

এই সফরে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে খেলবে ইংল্যান্ড। আগামী ২৭ নভেম্বর শুরু হবে সিরিজ। কেপ টাউন ও পার্লে সবগুলি ম্যাচ হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে।

কোভিড-১৯ প্রোটোকলের কারণে ইংল্যান্ড দল দক্ষিণ আফ্রিকা উড়াল দেবে ১৬ নভেম্বর। ক্যাম্প করবে কেপ টাউনে এবং অনুশীলন করবে ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স ক্রিকেট ক্লাব মাঠে। প্রথম টি-টোয়েন্টির আগে নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে তিনটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইংলিশরা।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যুক্তরাজ্যকে করোনাভাইরাসের 'উচ্চ ঝুঁকি' হিসেবে চিহ্নিত করায় এই সফর নিয়ে শঙ্কা জেগেছিল। করোনাভাইরাসের প্রাদুভার্বে গত মার্চে ভারত সফর থেকে ফেরার পর এটিই হবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম সিরিজ। আর ইংল্যান্ডের প্রথম বিদেশ সফর।

আগামী ২৭ নভেম্বর প্রথম টি-টোয়েন্টি হবে কেপ টাউনে। পার্লে পরের ম্যাচ ২৯ নভেম্বর, ১ ডিসেম্বর তৃতীয়টি আবার কেপ টাউনে। একই মাঠে ৪ ডিসেম্বর হবে প্রথম ওয়ানডে। ৬ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ওয়ানডে পার্লে, আর ৯ ডিসেম্বর তৃতীয় ও শেষ ম্যাচটি হবে কেপ টাউনে।

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রাল কাউন্সেলিং-২০২০ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

Tripura Board of Joint Entrance Examination-এর পক্ষ থেকে **TJEE-2020** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, **Online Counselling**-এ অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ২২ থেকে ২৭শে অক্টোবর, ২০২০-এর মধ্যে নিজ-নিজ **User Id** এবং **Pasword** দিয়ে **Login** করে **Online Registration** করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নথি-পত্রাদি বোর্ডের ওয়েবসাইট (**http://tbjee.nic.in**)-এ অপলোড করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র-ছাত্রীরা **Counselling** প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। **Choice filling** ও **Counselling**-এর অন্যান্য কর্মসূচীর তারিখ ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইট (**http://tbjee.nic.in**) নিয়মিতভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ICA/D-724/2020-21

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
চেয়ারম্যান
ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রা এগজামিনেশান

For and on behalf of the Governor of Tripura The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura, invites e-tender against press NIet No.05/EE(PWD)/BLN/2020-21 Dated, 14-10-2020.
For "Construction of RCC Bridge(25m) over Local Cherra near Hrishyamukh block office on the road from Belonia nalua road to Hrishyamukh block (RIDF-XXI), Job No.TP/COM/37/2015-16. (4th Call)"
With
Estimated cost : 52,06,66,313/
Earnest Money : 2,06,663/
Time of Completion - 24 (twenty-four) months
Last Date of bidding for bids - 16-11-2020 upto 15.00 Hrs.
For more details Kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1915/2020-21

Sd/-Illegible
(Er. Dilip Das) Executive Engineer Belonia Division, PWD (R&B)
Belonia, South Tripura.

ADMISSION NOTICE -2020
DHALAI DISTRICT POLYTECHNIC, AMBASSA, DHALAI
GOVERNMENT OF TRIPURA

All intending candidates seeking admission to 1st Semester Diploma Engineering Program of Dhalai District Polytechnic, Ambassa and received 'Seat Allotment Letter from DEEET-2020 are hereby advised to download the Admission Form, Admission challan Fee copy and details guidelines related to admission available in the Institute website www.ddpambassa.ac.in. The filled in Application form along with required documents should be submitted online to the e-mail address student.ddp@gmail.com from 27th Oct., 2020 to 29th Oct., 2020 by 4 P.M. positively for provisional admission subject to physical verification of all the relevant documents will be done at Birchandra State Central Library (New building, near TPSC office), Agartala on 27th & 28th Oct., 2020 and at Dhalai District Polytechnic Campus on 29th Oct., 2020 from 11 A.M. to 4 P.M.

ICA/D-726/2020-21

Sd/-(Er. Sajal Kanta Das)
Principal (I/C) Dhalai District Polytechnic, Ambassa, Dhala

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed Rate Quotations are invited on behalf of the Governor of Tripura, from interested suppliers of Tripura able to supply "Printed Poly thene Packet" for production of Bio-Fertilizer at State Bio-Fertilizer Production Centre, under State Agriculture Research Station, at Dutta Tilla, A.D.Nagar, Agartala.
Quoted Rate in sealed envelope will be received on 02nd November, 2020 up to 3.00 PM and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible in the office of the Joint Director of Agriculture (Research), SARS, A.D.Nagar, Agartala.
The terms & conditions in details can be had from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the Departmental website www.agri.tripura.gov.in.

ICA/C-1910 /2020-21

Sd/-Illegible
(Arun Bhattacharya)
Joint Director of Agriculture (Res.)
State Agriculture Research Station
Arundhutinagar, Agartala

'স্বপ্নের মতো ব্যাট করছে গাব্বার'

ক্যারিয়ারের প্রথম ২৬৭ ম্যাচে সেঞ্চুরি ছিল না একটিও। সেই শিখর ধাওয়ানই রেকর্ড বইয়ে নাম লেখালেন পিঠেপিঠি সেঞ্চুরিতে। প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে করলেন আইপিএলে টানা দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি। এরপর তাকে নিয়ে চলছে স্তুতির জোয়ার। সেখানে মিশে থাকছে তার বিখ্যাত ডাক নাম 'গাব্বার।'

তুমুল জনপ্রিয় 'শোলে' চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি ডাকাত চরিত্র গাব্বার সিংয়ের সূত্রে ধাওয়ানের ডাক নাম হয়ে গেছে গাব্বার। রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে বিভিন্ন সময় গাব্বারের আলোচিত ডায়লগ মজা করে বলতে বলতেই এই নাম পেয়ে গেছেন তিনি। বর্তমান-সাবেক সতীর্থরা এই নামেই ডাকেন তাকে।

আইপিএলে মঙ্গলবার কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টানা দুই সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন ধাওয়ান। এর পরপরই যুবরাজ সিংয়ের টুইট, " গাব্বার স্বপ্নের মতো ব্যাটিং করছে। টি-টোয়েন্ট ক্রিকেটে পিঠেপিঠি সেঞ্চুরি সহজ কাজ নয়। আইপিএলে টানা দুই সেঞ্চুরি করা একমাত্র ব্যাটসম্যান হওয়ায় অনেক অভিনন্দন।"

আরেক ভারতীয় সতীর্থ হরভজন সিংয়ের মজার টুইট, "একটা দিয়ে তোর কী হবে রে গাব্বার! এজন্যই টানা দুই সেঞ্চুরি দারুণ ভাই, দারুণ।"

ভারতীয় কিংবদন্তি শচিন টেন্ডুলকারও টুইট করেছেন ধাওয়ানের প্রশংসায়, " অসাধারণ ব্যাটিং শিখর ধাওয়ান, তোমাকে ব্যাট করতে দেখা সবসময়ই আনন্দের।"

এই দুই সেঞ্চুরির আগের দুই ইনিংসে ফিফটি করেছিলেন ধাওয়ান। এবারের আইপিএলের শুরুর দিকে বড় রান না পেলেও এখন ছুটছেন দারুণ গতিতে। ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলের টুইটে উঠে এলো সেটিই, " শিখর ধাওয়ানের ওপর আস্থা ধরে রাখার একটি কারণ, বিশেষ করে সাদা বলের ক্রিকেটে, একবার সে যখন ছন্দ পেয়ে যায়, অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সত্যিকারের ম্যাচ উইনার।"

আইপিএলে টানা দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি তার ব্যাট থেকেই প্রথম এলো, এটা ধাওয়ান নিজেও জানতেন না। ম্যাচ শেষে বললেন নিজের ভালো লাগার কথা।

"জানতাম না আমিই প্রথম। আজকে ব্যাটিং খুব উপভোগ করেছি। ধারাবাহিকভাবে রান করতে পেরে ভালো লাগছে। আমি এটা নিশ্চিত করতে চাই যে ম্যাচের পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিচ্ছি এবং পরের ম্যাচের জন্য তরতাজা হয়ে ফিরছি।"

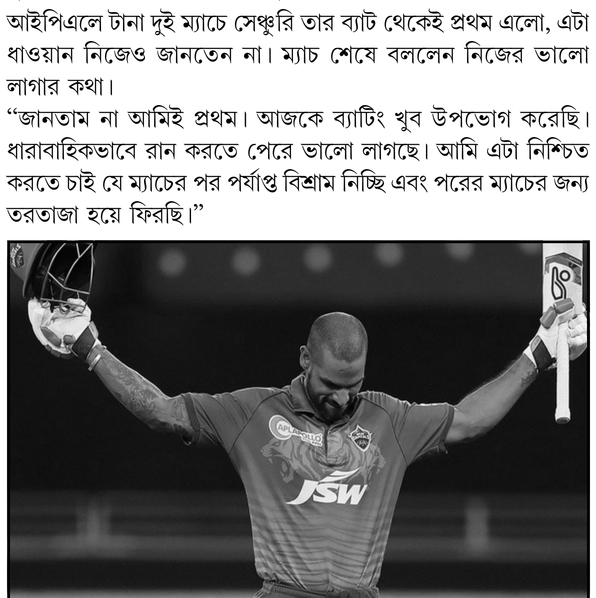

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 14/EE/SNM/PWD/2020-21, Dt: 17/10/2020.
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' 'item rate offline tender' up to 3.00 P.M. on 07/11/2020 for hiring of vehicle for the following works:

Sl No.	Name of work/DNIe-t No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No. 32/EE/SNM/PWD/2020-21.	Rs. 3,03,600.00	Rs. 3,036.00	12 (twelve) Month
2	DNIT No. 33/EE/SNM/PWD/2020-21.	Rs. 3,03,600.00	Rs. 3,036.00	12 (twelve) Month
3	DNIT No. 34/EE/SNM/PWD/2020-21.	Rs. 3,69,840.00	Rs.3,698.00	12 (twelve) Month

Last Date & Time for document downloading & Bidding : 07-11-2020 upto 3.00 PM.
Date & Time for opening of Bid : 07-11-2020 at 3.30 PM.
Bid Fee of Rs.1,000.00 for each (Non refundable).
Class of Bidder : Appropriate Clase
No negotiation will be conducted with the lowest Bidder.
For more details please visit the websites: https://tripurulenders.gov.in

ICA/C-1905/2020-21

Sd/-Illegible
(Er. N. C. Ghosh)
Executive Engineer
Sonamuru Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO: 7 / EE-BSLD / PWD (R&B) / 2020-21, Dated, 16th October, 2020.
The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Bishalgarh, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 05-11-2020 for the following works:

Sl No.	Name of work/DNIe-t No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIET No.18/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 2,83,477.00	Rs. 2,835.00	3 (Three) Month
2	DNIET No.19/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 10,80,615.00	Rs.10,806.00	8 (Three) Month
3	DNIET No.20/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 11,19,890.00	Rs.11,199.00	8 (Three) Month
4	DNIET No.21/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 3,36,508.00	Rs.3,365.00	2 (Two) Month
5	DNIET No.22/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 23,01,109.00	Rs.23,011.00	3 (Three) Month
6	DNIET No.23/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 11,58,843.00	Rs.11,588.00	3 (Three) Month
7	DNIET No.24/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 9,83,586.00	Rs.9,836.00	4 (Four) Month
8	DNIET No.25/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 21,26,924.00	Rs.21,269.00	2 (Two) Month
9	DNIET No.26/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 11,03,634.00	Rs.11,036.00	4 (Four) Month
10	DNIET No.27/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21	Rs. 9,85,090.00	Rs.9,851.00	4 (Four) Month
11	DNIET No.49/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21 (2nd Call)	Rs. 10,00.998.00	Rs.10,010.00	2 (Two) Month
12	DNIET No.42/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21 (2nd Call)	Rs. 6,16,952.00	Rs. 6,170.00	1 (One) Month
13	DNIET No.43/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD (R&B)/2020-21 (2nd Call)	Rs. 14,98,014.00	Rs. 14,980.00	2 (Two) Month

Last date and Time for document downloading anu bidding up to 3.00 P.M. on 05-11-2020 And Time and date of opening of Bid at 12.00 Hrs.on 06-11-2020 if possible.
Notes:-For more details kindly visit:https://tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura'

ICA/C-1907/2020-21

Sd/-Illegible
[Er. S.Sarkar),
Executive Engineer,
Bishalgarh Division, PWD (R&B),
Gakulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura.

কলকাতার মন্থর ব্যাটিংয়ে রেকর্ড বইয়ে ওলট-পালট

আবু ধাবিতে বুধবারের ম্যাচে ৮ উইকেটে মাত্র ৮৪ রান করে কলকাতা। আইপিএলের ইতিহাসে পুরো ২০ ওভার খেলা কোনো দলের এটাই সর্বনিম্ন সংগ্রহ। আগের রেকর্ডটি ছিল কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের, ২০০৯ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ৮ উইকেটে ৯২ করেছিল তারা।

প্রথম ইনিংসে অলআউট না হয়ে ২০ ওভার খেলে সবচেয়ে কম রান করা দলও এখন কলকাতা। ২০১১ সালে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ৮ উইকেটে ৯৪ ছিল আগের রেকর্ড।

ব্যাঙ্গালোরের সব বোলারই যেন এদিন কলকাতার জন্য ছিলেন ভয়ঙ্কর। কোটা পূরণ করা চার বোলারের সবাই রান দিয়েছেন ২০-এর নিচে। তিন জন মিলে নিয়েছেন চারটি মেডেন ওভার, আইপিএলে এক ইনিংসে যা সর্বোচ্চ।

ম্যাচ জুড়ে দুর্দান্ত ছিলেন মোহাম্মদ সিরাজ। কোনো রান দেওয়ার আগেই তুলে নেন ৩ উইকেট। শেষ পর্যন্ত ৮ রানে তার উইকেট সংখ্যা তিনটি। তার চার ওভারের দুটি ছিল মেডেন, আইপিএলের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো বোলার এক ম্যাচে একাধিক মেডেন নিলেন। এবারের আইপিএলে ইনিংসে অন্তত ২ ওভার করেছেন এমন বোলারদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে মিতব্যয়ী বোলিং ফিগারও সিরাজের।

কলকাতার মন্থর ব্যাটিংয়ের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে তাদের ডট বল সংখ্যায়। দলটির ব্যাটসম্যানরা এদিন ৭২টি বল ডট খেলেছেন। আইপিএলে এক ইনিংসে কোনো দলের ডট বল খেলার হিসেবে যা দ্বিতীয়। সর্বোচ্চ সংখ্যক ডট খেলার রেকর্ডটিও তাদের। গত আসরে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে তারা খেলেছিল ৭৫টি ডট। আর চলতি আসরে সবচেয়ে বেশি ডট বল খেলার আগের রেকর্ডও ছিল তাদের, মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ৫৭টি।

কলকাতার প্রথম তিন ব্যাটসম্যান মাত্র রান করতে পেরেছেন দুটি; আইপিএলে কোনো দলের যা যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। ২০০৯ সালে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে কোনো রান না করেই ডেকান চার্জার্সের টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান আউট হয়েছিলেন।

ইনিংসের প্রথম চার ওভারেই কলকাতার ৪ উইকেট তুলে নেয় ব্যাঙ্গালোর। এর আগে কেবল এমন আর একবারই করতে পেরেছিল দলটি, ২০১৭ সালে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে।

2nd EDUCATIONAL NOTIFICATION FOR CSAB 2020

The Department of Higher Education, Govt. of Tripura has received 50 (fifty) numbers Degree level Engineering seats from Government of India for the session 2020-21 to be allocated through CSAB 2020 Counselling, which has been notified on 19/10/2020 already.
2] In addition to the aforesaid seats, North Eastern Regional Institute of Science and Technology (NERIST) Arunachal Pradesh, this year, offers eight (08) numbers of earmarked seats' (as per the Roster of the NERIST) to Tripura as shown in Table-1, to be allocated through the 1' (and 2nd, if required) round of CSAB 2020 Counselling is given below (as received):

Table-1

Seat against	Course	Branch-wise Total Seat	Category	Reservation UR	Reservation ST	Reservation SC
TRIPURA	Agricultural Engineering	01	Open	1	0	0
	Civil Engineering	01	Open	1	0	0
	Electronics & Communicatiom Engineering	01	Open	1	0	0
	Electronics Engineering	01	Open	1	0	0
	Mechanical Engineering	01	ST	0	1	0
	Computer Science & Engineering	03	ST	0	2	0
			ST	0	0	1
	TOTAL	08		04	03	01

3) Beside all of the above, NERIST Arunachal Pradesh offers eight (08) seats to students of any North Eastern State through the 1st and 2nd, if required) round of CSAB 2020 Counselling, and will be allocated on the basis of JEE (Main) 2020 rank. Students from Tripura also can choose seat from this group of seats as shown in Table-2, to be distributed

Table-2

Seat against	Course	Category	Branch-wise Total Seat	Remarks
Student from any North Eastern State	Civil Engineering	Open	01	PRTC requried
	Electronics & Communicatiom Engineering	Open	01	
	Electronics Engineering	Open	01	
	Mechanical Engineering	Open	01	
	Computer Science & Engineering	Open	01	
	Computer Science & Engineering	Open (Pwd)	02	PRTC & PwD Cretificate requried
	Arricultural Engineering		01	
TOTAL			08	

• To avail seats offering by the NERIST, student must have to produce and upload PRTC along with other documents as specified by the CSAB NEUT 2020 authority. All related information about CSAB Counselling will be made available at the CSAB NEUT-2020 website (www.csab.nic.in).
• The candidates should directly apply online with Central Seat Allocation Board (CSAB NEUT)-2020 (www.csab.nic.in) for admissions against these seats from October 23" to November 04th Midnight), 2020. The Directorate of Higher Education, Agartala, Tripura, will act as "Reporting-cum-Help Centre for CSAB NEUT-2020 [OSD (Technical), Higher Education, Tripura. Room No. 3, Shiksha Bhawan, Phone: 0381-2314402). All related 'Educational Notifications are also available in the website of the Department of Higher Education, Government of Tripura (www.highereducation.tripura.gov.in).

• For further information, please visit www.csab.nic.in and www.highereducation.tripura.gov.in regularly.

ICA/D-729/2020-21

Sd/-[Saju Vaheed A, IAS]
Director of Higher Education,
Government of Tripura

ছেড়ে দেওয়া হল আটক চিনা সৈনিককে, মানা হয়েছে সমস্ত প্রোটোকল

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): সমস্ত প্রোটোকল মানার পর, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আটক চিনা সৈনিককে। মঙ্গলবার রাতে চুশূল-মোল্ডো মিটিং পয়েন্টে, চিনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে আটক চিনা সৈনিক কর্পোরাল ওয়াং ইয়া লঙকে। গত সোমবার লাদাখের ডেমচকে ভারতীয় সেনার হাতে ধরা পড়ে পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র কর্পোরাল ওয়াং ইয়া লঙ। তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়। দিকভ্রষ্ট হয়ে তিনি ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিলেন, নাকি চরবৃত্তির জন্য তা জানার চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সেনা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত প্রোটোকল মেনে, মঙ্গলবার রাতেই চিনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র কর্পোরাল ওয়াং ইয়া লঙকে। প্রসঙ্গত, গত মে মাস থেকে লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারত এবং চিনের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলছে। পরিস্থিতি সামলাতে দু'পক্ষই দফায় দফায় বৈঠক করেছে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত এর চূড়ান্ত সমাধানসূত্র মেলেনি।

বিহারের জনগণকে খোলা চিঠি সোনিয়া গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি. স.): বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিহারে জোরকদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। পূর্ব ভারতের অধিক গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যে আরজেডি-কে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া কংগ্রেস। বিজেপির রাজনৈতিক আগ্রাসনের সামনে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে এক কদম এগিয়ে যেতে বিহার বিধানসভা নির্বাচন দল হিসেবে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে কংগ্রেসের। সেই লক্ষ্যে বুধবার বিহারবাসীকে উদ্দেশ্য করে খোলা চিঠি দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস সরকার যে সকল জনমুখী পদক্ষেপ নেবে তার যাবতীয় প্রতিশ্রুতি এই চিঠিতে রয়েছে। কার্যত প্রতিশ্রুতির বন্যা মেশানো এই চিঠিতে রয়েছে কৃষি ঋণ মুকুব করে দেওয়া, শিশুকন্যাদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, ভূমিহীনদের আবাস প্রদান, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি চিঠিতে বলা হয়েছে। নিজের চিঠিতে সোনিয়া গান্ধী দাবি করেছেন বৈভবশালী ঐতিহ্য নিয়ে গৌরবশালী ভবিষ্যৎ বিহার নির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ কংগ্রেস। এর জন্য "পরিবর্তন পত্র" তৈরি করেছে দল। চিঠিতে সোনিয়া গান্ধী আশ্বস্ত করেছেন যে দলিত, প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ, আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন এবং সম্মান রক্ষার্থে কাজ করে যাবে কংগ্রেস।

উৎসবের মরসুমে বোনাস পাবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা, সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ নন-গেজেটেড কর্মীদের জন্য ২০১৯-২০ সালের বোনাস প্রদানে মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে। এর জন্য কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত খরচ হবে ৩৭৩৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে উপকৃত হবে দেশজুড়ে থাকা ৩০.৬৭ লক্ষ নন-গেজেটেড কর্মীর। প্রডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস নন প্রডাক্টিভ লিঙ্কড বোনাসের মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে হওয়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা বোনাস পেলে বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে মধ্যবিত্তদের হাতে টাকা আসবে। দশহরার আগেই প্রত্যেক কর্মচারীর হাতে বোনাসের টাকা চলে আসবে।

সরকার মৎস্যচাষীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষে উৎসাহিত করছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২১ অক্টোবর।। পানিসাগরে আজ মৎস্য দপ্তরের নবনির্মিত দ্বিতল মৎস্যচাষ 'নকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। মৎস্যচাষ 'নকেন্দ্রের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, সরকার মৎস্যচাষীদের বৈ'ানিক পদ্ধতিতে মাছচাষে উৎসাহিত করছে। এজন্য বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। রাজ্যের মৎস্যচাষীরা মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বা'লের মধ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে আছে। তিনি জানান, সরকার মৎস্যচাষীদের কেস কালচারে সহায়তা করছে। এই মৎস্যচাষ 'নকেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার মৎস্যজীবিরা প্রশিক্ষণ নিয়ে বৈ'ানিক পদ্ধতিতে মাছচাষের মাধ্যমে উপক'ত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরর উপঅধিকর্তা গোপাল শেরপা। তিনি জানান, এই মৎস্যচাষ বিষয়ক 'নকেন্দ্রের নির্মাণের জন্য আর আই ডি এফ প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস, পানিসাগর নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন পাপিয়া দাস, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা ডি কে চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স'য় দাস।
আজ পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত জলেবাসা বাজারে নবনির্মিত খুচরো মৎস্য বিপনণ কেন্দ্রেরও দ্বারোদঘাটন করা হয়েছে। বিপণন কেন্দ্রটির দ্বারোদঘাটন করেন মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস, পানিসাগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স'য় দাস, মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা ডি কে চাকমা, পানিসাগরের মহকুমা শাসক এল ডার্লং প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সূচনা করে মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরার মৎস্যচাষীদের মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য বিপণনের পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। তবেই অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা মৎস্যচাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। মৎস্য বিপণন কেন্দ্রটির সঠিকভাবে ব্যবহার করা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যত্ন নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি তিনি আহ্বান রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে মৎস্য দপ্তরের উপঅধিকর্তা গোপাল শেরপা জানান, এই খুচরো মৎস্য বিপণন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য আর আই ডি এফ প্রকল্প থেকে ব্যয় হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। তিনি আরও জানান, আধুনিক সকল সুবিধা সহ তৈরি এই বিপণন কেন্দ্রে ২৪ জন খুচরো মৎস্য ব্যবসায়ী এক সাথে বসে মাছ বিক্রি করতে পারবেন। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জলেবাসা গ্রাম প'য়েতের প্রধান বিকাশ দাস।

ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা ! দক্ষিণ দিল্লিতে ধৃত অ্যামাজনের ডেলিভারি বয়

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): অভিনব কায়দায় ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা করেও, শেষরক্ষা হল না। পুলিশের জালে ধরা পরে গেল ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনের একজন ডেলিভারি বয়। ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা করে ওই ডেলিভারি বয় বলেছিল, আপনার অর্ডার ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে এবং শীঘ্রই নিজের টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন তিনি। কিন্তু, ওই ক্রেতা নিজের অর্ডার চেক করে দেখেন, তাঁর মোবাইল ডেলিভার হয়ে গিয়েছে। অথচ তিনি নিজে সেই মোবাইল পাননি। পরে থানায় অভিযোগ জানান ওই ক্রেতা, তদন্তে নেমে ওই ডেলিভারি বয়ের কাছ থেকে মোবাইলটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে ডেলিভারি বয়কে।
ধৃতের নাম মনোজ (২২)। তাঁর বাড়ি পশ্চিম দিল্লির কীর্তি নগরে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৯ অক্টোবর দক্ষিণ দিল্লির কে এম পুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন একজন ক্রেতা। ওই ক্রেতা অভিযোগ করেন, গত ১ অক্টোবর দক্ষিণ দিল্লির কিদওয়াই নগরে তাঁর বাড়িতে মোবাইল ফোন ডেলিভারি করতে আসেন ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনের একজন ডেলিভারি বয়। কিন্তু, ওই ডেলিভারি বয় ক্রেতাকে জানান, তাঁর অর্ডার ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে এবং শীঘ্রই নিজের টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন তিনি। কিন্তু, ওই ক্রেতা অ্যামাজনের ওয়েবসাইটে নিজের অর্ডার চেক করে দেখেন, তাঁর মোবাইল ডেলিভার হয়ে গিয়েছে। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (দক্ষিণ) অতুল কুমার ঠাকুর জানিয়েছেন, "তদন্ত শুরু করার পর, ভারতীয় দন্ডবিধির ৪২০ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়। ওই ডেলিভারি বয়কেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ক্রেতার মোবাইল ফোনও উদ্ধার করা হয়েছে। জেরায় ওই ডেলিভারি বয় জানিয়েছে, টাকার প্রয়োজনেই এমনটা করেছে সে।

উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল সম্পর্কে তথ্য চেয়ে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের নোটিশ

গুয়াহাটি, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গারলোসা নতুন বিপদের সম্মুখিন হতে চলেছেন। চার চারটি হত্যা এবং ইডি-র মামলায় অভিযুক্ত সিইএম দেবোলাল গারলোসার অপসারণ চেয়ে প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবারের গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে দাখিলকৃত এক জনস্বার্থ মামলার শুনানি গ্রহণ করে অসমের রাজ্যপাল, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও পার্বত্য উন্নয়ন বিভাগকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
চার চারটি খুনের মামলা এবং ইডি-র এক মামলায় অভিযুক্ত দেবোলাল গারলোসাকে কীভাবে সাংবিধানিক পদে রাখা হয়েছে সে ব্যাপারে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যপাল, মুখ্যসচিব ও পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন দফতরের কাছে জবাব চেয়ে নোটিশ জারি করেছে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত। এই খবর জানিয়েছেন গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী এস বৈরাগি। উল্লেখ্য, ষষ্ঠ তফশিলির নিয়ম অনুসারে নির্বাচনের পর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম নির্বাচন সংসদীয় কমিটি এবং এতে অনুমোদন জানান ষষ্ঠ তফশিলির অভিভাবক রাজ্যপাল। কিন্তু নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে ক্ষমতা দখল করেছিল বিজেপি। তার পর পরিষদের সিইএম হিসেবে দেবোলাল গারলোসাকে সিইএম পদে নিযুক্ত করেছিলেন রাজ্যপাল। চাকরির ক্ষেত্রে যেভাবে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হয় ঠিক সেভাবে পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও নিন্দু লাংথাসা খুন-মামলায় অভিযুক্ত দেবোলাল গারলোসাকে সিইএম হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন অসমের রাজ্যপাল।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পুজো উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

বাঁকুড়া, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : মহাষষ্ঠীর সাতসকালেই বাঁকুড়া শহরের আদি সার্বজনীন তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দুর্গা পুজোর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই প্রথম কোন প্রধানমন্ত্রী জেলার দুর্গাপূজা উদ্বোধন করছেন। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এই উদ্বোধন হবে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বহস্তে পুজোর উদ্বোধন ঘিরে কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে। করনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত কারণে সরকারি বিধি নিষেধ মেনে উদ্যোক্তারা এবার পুজোর আয়োজন করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে আড়ম্বৰ অনেকটাই কম ছিল এবারের আয়োজনে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বহস্তে উদ্বোধনের কারণে এবার নতুন করে উদ্দীপনা সঞ্চার হয়েছে কমিটির সদস্যদের মধ্য। পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য দীপঙ্কর দে জানান প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাদের কাছে বিষয়টি জানানো হওয়ার পর তারা উদ্যোগ নিয়েছেন। যেহেতু সকাল ১০ টায় উদ্বোধনের সময় নির্ধারিত হয়েছে সে কারণে উদ্বোধন পর্ব দেখানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলইডি মাধ্যমে বড় পর্দায় দর্শকদের সামনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তুলে ধরা হবে এবং সেই অনুষ্ঠান সরাসরি দিল্লি থেকে সম্প্রচারিত হবে।এজন্য দুটি পৃথক স্টেজ তৈরি করা হয়েছে একটি স্টেজে এলইডি পর্দা অপর এক স্টেজে কিশোরী মেয়েরা ধুনুচি নৃত্য পরিবেশন করবেন।
ব্রিটিশ আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মানসিক শক্তি সঞ্চয় ও জয়ের লক্ষ্যে বাংলা ১৯৩৬ সালে এই পুজোর সূচনা করেন। জেলার মধ্য এই পুজোকে প্রথম সার্বজনীন পূজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।এই পুজো এবার ৯২ বছরে পদার্পণ করল।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে ইস্তেহার প্রকাশ কংগ্রেসের

পাটনা, ২১ অক্টোবর (হি. স.) : উৎসবের মরসুমে বিহার বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে জোরকদমে চলছে প্রচার। একে অন্যকে জমি ছাড়তে নারাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। পূর্ব ভারতের অধিক গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে নিজেদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে মরিয়া শতাব্দীপ্রাচীন দল কংগ্রেস। আরজেডি-কে সঙ্গে নিয়ে পাটনার মসনদ দখল করতে উঠে পড়ে লেগেছে কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যে বুধবার ইস্তেহার প্রকাশ করল বিহারের প্রদেশ কংগ্রেস। ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় নেতা রণদীপ সিং সুর্যেওয়ালা, রাজ বব্বর, শক্তি সিং গোহিল। " বদলাও পত্র " বা পরিবর্তন পত্র নামে নিজেদের ইস্তেহার নামকরণ করেছে কংগ্রেস। কৃষকদের ঋণ মুকুব করে দেওয়া থেকে শুরু করে বিদ্যুতের বিলে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদান সহ একাধিক নজরকাড়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইন বাতিল করে দেবে কংগ্রেস সেই দাবি করা হয়েছে। দুই একর জমির মধ্যে যেসকল কৃষকরা কৃষি কাজ করে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। ১০০ ইউনিট পর্যন্ত কৃষকদের বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে। এমনকি বেকার যুবকদের জন্য মাসিক ১৫০০ টাকা ভাতা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার ১৮ মাসের মধ্যে ২.৪২ লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বদলাও পত্রে নারীদের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যন্ত মেয়েদের বিনামূল্যে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ নম্বর পাওয়া সকল পরীক্ষার্থীদের স্কুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্কুলের পাঠ্যক্রমে মৈথিলী ভাষার অন্তর্ভুক্তি করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। " বদলাও পত্র " প্রকাশ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শক্তি সিং গোহিল জানিয়েছেন, কৃষকদের ঋণ মকুব করে দেওয়া থেকে শুরু করে বিদ্যুতের বিল মকুব করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আরো বেশি সংখ্যক কৃষককে সেচ ব্যবস্থার অধীনে আনার চেষ্টা করা হবে ক্ষমতায় এলে। কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইনও বাতিল করে দেওয়া হবে বিহারে। দলের ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকে বিতর্ক তৈরি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মদন মোহন ঝা।

আগরতলায় লালাবাহাদুর ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা। বুধবার তুলা নিজস্ব ছবি।

শারদোৎসবে দুঃস্থ পরিবারকে সহায়তা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। শারদ উৎসব উপলক্ষে গরিব পরিবারগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে ১০০০টাকা করে তুলে দিলেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। বুধবার পরিস্থিত নিজ বাসভবনে এ টাকা তুলে দেওয়া হয়। বামুটিয়া বিধানসভার এলাকার ৫৩ টি বুথের ৬০০ পরিবারকে এক হাজার টাকা করে প্রদান করেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। বিধায়ক কৃষ্ণ দাস জানান তার বিধানসভা এলাকায় দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলো করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সংকটে পড়েছেন। শারদ উৎসবে অন্যান্য বছরের মতো তারা অর্থের অভাবে জামা-কাপড় কিনতে পারছেন না। তাদের কাছে উৎসবের আনন্দ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এ কথা মাথায় রেখেই বিধায়ক কৃষ্ণ ধন দাস ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক পরিবারকে এক হাজার টাকা করে পূজা উপলক্ষে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিধায়কের এধরনের জনদরদি কাজে ভূয়শী প্রশংসা করেছেন এলাকার মানুষজন।

মেলাঘরে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর।। বুধবার সন্ধ্যায় মেলাঘর থানাধীন পদ্মডেপা এলাকার নারায়ণ সাহার বাড়িতে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় দুইশো বোতল বিলেতি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যার এই অভিযানে ছিলেন মেলাঘর থানার সাব ইন্সপেক্টর শ্রীকান্ত চক্রবর্তী,এবং সাব ইন্সপেক্টর দিপনর দেবনাথ সহ পুলিশ বাহিনী। দুর্গা পুজোর পাকমুহুর্তে মেলাঘর থানা বড় সড় সাফল্য পেল এবং এইরকম অভিযান আরো চলবে বলে জানিয়েছেন শ্রীকান্ত চক্রবর্তী।

মাতাবাড়িতে পূজা দিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ অক্টোবর।। বাঙালীর প্রধান উৎসব দুর্গা পূজা প্রাকলগ্নে উদয়পুর মাতাবাড়ি ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরে ত্রিপুরা বাসীর মঙ্গল কামনায় সস্ত্রীক পূজো দিলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। আজ সকাল আনুমানিক সোয়া এগারোটায় মাতাবাড়িতে আসেন রাজ্যপাল। মাতাবাড়িতে আসার পর উনাকে স্বাগত জানান গোমতী জেলা শাসক ডঃ তরুণ কান্তি দেবনাথ। এদিন রাজ্যপাল মাতাবাড়িতে এসে কিছুক্ষন ভিআইপি রুমে বসে সোজা মায়ের মন্দিরে গিয়ে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীকে পূজো দেন রাজ্যপাল। এরপর কল্যান সাগরে যান রাজ্যপাল। এদিন রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে মাতাবাড়িতে ছিলো জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

বিলোনীয়ায় বিজেপির দক্ষিণ জেলা কার্য্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ অক্টোবর।। বুধবার দুপুরে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হল সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি দক্ষিণ জেলার কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে সামনে রেখে শিলান্যাস ও ভূমিপূজন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই দিনের ভূমিপূজন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা , প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় , সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, জেলা বিজেপি সভাপতি শঙ্কর রায় সহ বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক। ভারতীয় জনতা পার্টি দক্ষিণ জেলা কার্যালয়ের শিলান্যাস ও ভুমি পূজনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা কংগ্রেস ও সিপিআইএম দলের সমালোচনা করে ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ সবকা বিকাশের পার্টি। ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারা পার্টি। কংগ্রেস তথা প্রিয়ংকা গান্ধী ও রাহুল গান্ধী প্রতিনিয়ত দেশ বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি বিভিন্ন সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২১ অক্টোবর।। আজ কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের অফিসে আনুমানিক বিকাল ২টায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদেশ্যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরার জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং ত্রিপুরার চীউ সেক্রেটারীকে প্রতিলিপি দিয়ে বিএসসিও, ওয়াইবিএ, ওয়াইসিএ, সিএনসিআই, টিসিএসএ, টিসিবি উপজাতি সংঘটন গুলি একটি স্মারক লিপি প্রদান করে। তাদের মুলতঃ দাবী হল মিজোরামের ত্রিপুরা এবং মিজোরামের সীমানা নির্ধানরন করা। ধার্মিক মন্দির গুলির পুন নির্মান,জানা যায় জায়গায় জায়গায় হিন্দু শিব ও বদ্ধো মন্দির ভেঙ্গে তারা নিজেদের উপাসনার ক্রশ স্থাপন করে।মিজোরাম সরকারের ত্রিপুরা অভ্যন্তরীন ব্যাপারে অনধিকার হস্তক্ষেপ বা নাকগলানো।

অপরাধের নয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক করা হচ্ছে পুলিশ বাহিনীকে ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ ও সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দেশের পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীকে বিস্তৃত আধুনিকীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। বুধবার পুলিশ স্মৃতি দিবসে, রাষ্ট্রীয় পুলিশ স্মারক-এ শহিদ পুলিশ কর্মীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। "পুলিশ স্মৃতি দিবস" উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে দিল্লির চাণক্যপুরীর রাষ্ট্রীয় পুলিশ স্মারকে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর জওয়ান ও অফিসারদের একটি যৌথ কলামে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ, জালনোট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, সাইবার অপরাধ, অস্ত্র চোরাচালান, মানব পাচার প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ এবং নতুন মাত্রা প্রত্যক্ষ করছে পুলিশ বাহিনী। বিগত ২-৩ দশকে যে নতুন পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে সে জন্য পুলিশ বাহিনীকে প্রস্তুত করাও নতুন চ্যালেঞ্জ। পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীকে বিস্তৃত আধুনিকীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। আমার বিশ্বাস আগামী দিনগুলিতে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকবে পুলিশ বাহিনী।' অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। করোনা-সংক্রমিত হয়ে যে ৩৪৩ জন পুলিশ কর্মী মারা গিয়েছেন, তাঁদেরও স্মরণ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্রে খাদে বাস পড়ে গিয়ে মৃত ৫, আহত কমপক্ষে ৩৫ জন

নান্দুরবার (মহারাষ্ট্র), ২১ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নান্দুরবার জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। বুধবার ভোররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নান্দুরবার জেলার খামচৌন্দর গ্রামের কাছে, কোন্দাইবারি ঘাটে। ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জন যাত্রীর, এছাড়াও কমপক্ষে ৩৫ জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেন। নান্দুরবারের পুলিশ সুপার মাহেন্দ্র পণ্ডিত জানিয়েছেন, বুধবার ভোররাতে মালকাপুর থেকে গুজরাটের সুরাট অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি বেসরকারি বাস।
ভোররাত তখন ৩.১৫ মিনিট হবে, খামচৌন্দর গ্রামের কাছে কোন্দাইবারি ঘাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩০-ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। বাসটি সামনের ও পিছনের অংশ খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা। "অভিশপ্ত" ওই বাসের ভিতর থেকে আহত অবস্থায় ৩৫ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে ভিসারওয়াড়ির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জন যাত্রীর। যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অন্য কোনও কারণে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ কর্মীদের ত্যাগ ও সেবা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে সমস্ত পুলিশ কর্মীরা শহিদ হয়েছেন, সেই সমস্ত পুলিশ কর্মীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুলিশ কর্মীদের ত্যাগ ও সেবা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পুলিশ শহিদ স্মৃতি দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "পুলিশ স্মরণ দিবস আসলে, দেশের সর্বত্র আমাদের পুলিশ কর্মী এবং তাঁদের পরিবারকে কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। লাইন অফ ডিউটিতে শহিদ পুলিশ কর্মীদের আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। পুলিশ কর্মীদের ত্যাগ ও সেবা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও এদিন শহিদ পুলিশ কর্মীদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। বুধবার সকালে দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় পুলিশ স্মারক-এ, লাইন অফ ডিউটিতে শহিদ পুলিশ কর্মীদের "পুলিশ স্মৃতি দিবস" উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রতিটা মানুষের কাছে প্রতিষেধক পৌঁছে দিতে রণনীতি তৈরির কাজ চলছে : হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন করোনা প্রতিশোধকের উৎপাদন এবং সরবরাহ করার জন্য নির্দিষ্ট রণনীতি তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রতিষেধক পৌঁছে দেওয়া জন্য সক্ষমতা নির্মাণের কাজ চলছে। অনলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার কাজ চলছে।
বুধবার বিশ্ব ব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা জানিয়েছেন হর্ষবর্ধন। গোটা বিশ্ববাসীকে তিনি আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে প্রতিষেধক উৎপাদন এবং বিতরণের ক্ষেত্রে ভারত অন্যান্য দেশগুলিকে সহায়তা করবে। গোটা বিশ্বে যত প্রতিষেধক উৎপাদন হয় তার ৬০ শতাংশ উৎপাদিত হয় ভারতে। করোনায় সবথেকে প্রভাবিত হবার নিরিখে ভারত দুই নম্বর স্থানে রয়েছে। ভারতের মতন দেশে জনসংখ্যা বিপুল থাকার কারণে প্রতিটা ব্যক্তির কাছে প্রতিষেধক পৌঁছে দেওয়া চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। যদিও ভারতের মতন দেশে পরিও সহ অন্যান্য টিকাকরণ অভিযানে ৬০০ মিলিয়ন শিশুকে অন্তর্ভুক্তি করানো হয়েছে। প্রতিষেধক উৎপাদন এবং তা বিতরণ করার ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভারতে কাজ চলছে। প্রতিটা মানুষের কাছে যাতে প্রতিশোধক পৌঁছে যায় তার জন্য বিস্তারে রণনীতি তৈরি করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।